ছহীহ্ পদ্ধতিতে

ইসলামীয়াত শিক্ষা

(সংকলিত)

সংকলনেঃ

অধ্যাপক মুহাম্মাদ মুবীনুল ইসলাম

সহকারী অধ্যাপক

আত্রাই অগ্রণী ডিগ্রী কলেজ,

মোহনপুর, রাজশাহী।

সম্পাদনায়ঃ

মুহাম্মাদ লিলবর আল-বারাদী

এম.এম (হাদীছ), বি.এ (অনার্স),

এম.এ (আরবী); রাজশাহী বিশ্বদ্যিালয়।

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়

আল-মাহ্মুদ প্রকাশনী

আমচত্বর, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭৮৮-৬২৫৮৭৮, ০১৫৫৬-৫১৫৫৭৫।

ছহীহ পদ্ধতিতে

ইসলামীয়াত শিক্ষা

(সংকলিত)

প্রকাশকাল :

১ম প্রকাশ : জানুয়ারী-২০১৬ইং

২য় প্রকাশ : জানুয়ারী-২০১৭ইং

৩য় প্রকাশ : জানুয়ারী-২০১৮ইং

৪র্থ প্রকাশ : জানুয়ারী-২০১৯ইং

কম্পোজ ও ডিজাইন: **আল-মাহ্মূদ এন্টারপ্রাইজ,** আমচত্বর, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সর্বস্বত্ব : প্রকাশক।

শুভেচ্ছা মূল্য : ২০০.০০ (দুইশত) টাকা মাত্র

আল-মাহ্মূদ প্রকাশনী

আমচত্বর, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭৮৮-৬২৫৮৭৮, ০১৫৫৬-৫১৫৫৭৫।

بسم الله الرحمن الرحيم

নাহমাদুহু ওয়া নুছাল্লি আ'লা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বাদ।

ভূমিকা

প্রত্যেক পিতা-মাতার আকাংখা থাকে তাদের সন্তান হবে আদর্শবান। এজন্য মহান আল্লাহর নিকটে দো'আ করে 'হে আল্লাহ আমাকে সৎ সন্তান দান করো' *(আস-সাফফাত ৩৭/১০০)*। সৎ চরিত্র ও আদর্শবান করে গড়ে তোলার জন্য সন্তানকে দিতে হয় সঠিক শিক্ষার দিক নির্দেশনা। যদিও অনেক পিতা-মাতা তা ভুলে যায় এবং সন্তানকে গড়ে তোলে ধর্মহীন শিক্ষা ও তথাকথিত আধুনিকতার আলোকে। প্রতিটি সন্তান নিজেস্ব ফিৎরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে এসম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহর দেয়া ফিৎরাতের অনুসরণ কর, যে ফিৎরাতের উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন' *(সুরা রূম ৩০/৩০)*। এমর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,'প্রত্যেক শিশুই ফিৎরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, নাছারা বা অগ্নিপূজক রূপে গড়ে তোলে' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৯০)*। পিতা-মাতার চিন্তাধারার কারণে সন্তান এক পর্যায়ে ভুলে যায় তার প্রতিপালক মহান আল্লাহকে, তার দ্বীন (ধর্ম) ইসলামকে, এমনকি নিজের পিতা-মাতাকেও। পিতা-মাতা বৃদ্ধ বয়সে হয়ে পড়ে সন্তানহীন অসহায়। সমাজ বঞ্চিত হয় সৎ ও আদশবার্ন মানুষ থেকে। কারণ ধর্মহীন শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে উঠা সন্তান ততদিনে হয়ে গেছে নীতিহীন আদর্শচ্যুত।

সুতরাং আমরা যদি আমাদের সন্তানকে নীতিবান, আল্লাহভীরু, সুনাগরিক, সৎ, আদর্শবান এবং পিতা-মাতার প্রতি আনুগত্যশীল হিসেবে গড়তে চায়, তা'হলে অবশ্যই তাকে দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা দিতে হবে। এরই প্রেক্ষিতে হিফযুল কুরআন, ছহীহ হাদীছ, দো'আ, আক্বিদা, মাসায়েল, শিষ্টাচার শিক্ষার সমন্বয়ে আপনাদের ছোট্ট সোনামণিকে গড়ে তোলার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস **'ইসলামীয়াত শিক্ষা'** বই। সন্তানের পাশাপাশি পিতা-মাতা ও অভিভাবকগণ এই বইটি থেকে উপকৃত হবেন বলে আশাবাদী।

হে আল্লাহ! সোনামণিদের কল্যাণে আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল কর। আমাদেরকে ও আমাদের পরিবারবর্গকে এবং কবরবাসী পিতা-মাতাকে ক্ষমা কর ও তোমার রাস্তায় গ্রহণ কর। এই বইটিকে ছাদাক্বায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল কর। আমীন!

ত্রুটি মার্জনীয়।

(প্রকাশক)

সূচীপত্র

১। প্রথম অধ্যায় **হিফযুল কুরআন**

২। দ্বিতীয় অধ্যায় **হিফযুল হাদীছ**

৩। তৃতীয় অধ্যায় **দো'আ শিক্ষা**

৪। চতুর্থ অধ্যায় **আক্বিদা শিক্ষা**

৫। পঞ্চম অধ্যায় **মাসায়েল শিক্ষা**

৬। সপ্তম অধ্যায় **ইসলামী শিষ্টাচার**

প্রথম অধ্যায়

হিফযুল কুরআন

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ
الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝٦ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

সূরা ফাতিহা (মুখবন্ধ) সূরা-১, মাক্কী :

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক।

(২) যিনি করুণাময় কৃপানিধান।

(৩) যিনি বিচার দিবসের মালিক।

(৪) আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

(৫) আপনি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন!

(৬) এমন লোকদের পথ, যাঁদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন।

(৭) তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে'। আমীন! (হে আল্লাহ! আপনি কবুল করুন)।

ফাযায়েলঃ (১) রাসূল (ছাঃ) বলেছেনঃ সূরাহ ফাতিহা হলো উম্মুল কুরআন, উম্মুল কিতাব এবং বারবার পঠিত সাতটি আয়াত।

(২) নাবী (ছাঃ) বলেন, মহান আল্লাহ বলেন, “আমি আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে সলাতকে(অর্থাৎ সূরা ফাতিহাকে) ভাগ করে নিয়েছি”। তোমরা সূরাহ ফাতিহা পাঠ কর। বান্দা যখন বলে, “আল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন”–তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। অতঃপর বান্দা যখন বলে, “আর-রহমানির রহিম”- তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে।বান্দা যখন বলে, “মালিকি ইয়াওমিদ্দীন” - তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমাকে সম্মান প্রদর্শন করেছে। অতঃপর বান্দা যখন বলে, “ইয়্যাকা না‘বুদু এয়া ইয়্যাকা নাস্তাইন”- তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে সীমিত এবং আমার বান্দা যা প্রার্থনা করেছে তাই তাকে দেওয়া হবে। অতঃপর বান্দা যখন বলে, “ইহদিনাস সিরাত্বাল মুস্তাকীম, সীরাতাল্লাযীনা আন‘আমতা আলাইহিম, গাইরিল মাদদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দলীন”- তখন আল্লাহ বলেন, এর সবই আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দা আমার কাছে যা চেয়েছে, তাকে তাই দেয়া হবে। *(মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ,আহমাদ হা/৭২৯১)*।

সূরা নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ
الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۪ۙ﴿۴﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ
الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿۶﴾

সূরা নাস (মানব জাতি) সূরা-১১৪, মাদানী :

(১) বলুন! আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার ।
(২) মানুষের অধিপতির ।
(৩) মানুষের উপাস্যের ।
(৪) গোপন কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হ’তে ।
(৫) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তর সমূহে।
(৬) জিনের মধ্য হ’তে ও মানুষের মধ্য হ’তে।

ফাযায়েল: রাসূল (ছাঃ) রাতে যখন বিছানায় যেতেন তখন সূরাহ ইখলাস, সূরাহ ফালাক্ব, সূরাহ নাস পাঠ করে উভয় হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে সারা দেহের যত দূর পর্যন্ত হাত পৌঁছানো যায় ততদূও তর্যন্ত হাতের ছোঁয়া দিতেন। প্রথমে মাথায়, তারপর মুখে এবং তারপর দেহের সামনের অংশে তিনবার এভাবে হাতের ছোঁয়া দিতেন *(বুখারী হা/ ৪৬৩০)*।

সূরা ফালাক্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا
وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾

সূরা ফালাক্ব (প্রভাতকাল) সূরা-১১৩, মাদানী :

(১) বলুন! আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের প্রতিপালকের।
(২) যাবতীয় অনিষ্ট হ’তে, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।
(৩) এবং অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট হ’তে, যখন তা আচছন্ন হয়।
(৪) গ্রন্থিতে ফুঁকদান কারিণীদের অনিষ্ট হ’তে।

(৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট হ'তে যখন সে হিংসা করে।

ফাযায়েল: মুআয ইবনু' আবদুল্লাহ ইবনু খুবাইব (র) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক কর্ষণমুখর খুবই অন্ধকার কালো রাতে আমাদের সলাত পড়াবার জন্য আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে খুঁজছিলাম। আমরা তাঁকে পেয়ে গেলাম। তিনি বললেন: বলো। আমি কিছুই বললাম না।পুনরায় তিনি বললেন: বলো। আমি কিছুই বললাম না। তিনি আবার বললেন: বলো। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কি বলবো? তিনি বললেন: তুমি সন্ধ্যায় ও সকালে উপনীত হয়ে তিনবার সুরাহ ইখলাস, সূরাহ নাস, সূরাহ ফালাক্ব পড়বে; এতে তুমি যাবতীয় অনিষ্ট হতে রক্ষা পাবে। তবে প্রতিদিন তোমার জন্য দুই বারই যথেষ্ট *(তিরমিযী হা/৩৮২৮)*।

সূরা ইখলাছ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

সূরা ইখলাছ (খালেছ বিশ্বাস) সূরা-১১২, মাক্কী :

(১) বলুন, তিনি আল্লাহ এক।
(২) আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন।
(৩) তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং তিনি (কারও) জন্মিত নন।
(৪) এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

ফাযায়েল: রাসূল (ছাঃ) বলেন, জেনে রাখো, সূরাহ ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য।(বুখারী হা/৪৬২৭)।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে অগ্রসর হলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)- এক ব্যক্তিকে সূরাহ ইখলাস পাঠ করতে শুনে বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। আবূ হুরায়রাহ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কি ওয়াজিব হয়ে গেছে? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)- বললেন: জান্নাত (নাসাই, তিরমিযী হা/ ২৮৯৭)।

সূরা লাহাব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝٢ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَّامْرَاَتُهٗ ۭ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥

সূরা লাহাব (অগ্নি স্ফূলিঙ্গ) সূরা-১১১, মাক্কী :

(১) আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হৌক এবং ধ্বংস হৌক সে নিজে।
(২) তার কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা কিছু সে উপার্জন করেছে।
(৩) সত্বর সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে।
(৪) এবং তার স্ত্রীও; যে ইন্ধন বহনকারিণী।
(৫) তার গলদেশে খর্জুর পত্রের পাকানো রশি।

সূরা নছর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۙ﴿۱﴾ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ
اَفْوَاجًا ۙ﴿۲﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ﴿۳﴾

সূরা নছর (সাহায্য) সূরা-১১০, মাদানী :

(১) যখন এসে গেছে আল্লাহর সাহায্য ও (মক্কা) বিজয়।

(২) এবং আপনি মানুষকে দেখছেন দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে (ইসলামে) প্রবেশ করছে।

(৩) তখন আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি অধিক তওবা কবুলকারী।

সূরা কাফেরূন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ﴿۱﴾ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ﴿۲﴾ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ
اَعْبُدُ ۚ﴿۳﴾ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ﴿۴﴾ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ؕ﴿۵﴾ لَكُمْ
دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ﴿۶﴾

সূরা কা-ফিরূণ (ইসলামে অবিশ্বাসীগণ) সূরা-১০৯, মাক্কী :

(১) আপনি বলুন! হে কাফেরবৃন্দ!

(২) আমি ইবাদত করি না তোমরা যাদের ইবাদত কর।

(৩) এবং তোমরা ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি।

(৪) আমি ইবাদতকারী নই তোমরা যার ইবাদত কর।

(৫) এবং তোমরা ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি।

(৬) তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্য আমার দ্বীন।

ফাযায়েল: বলেছেন, 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন' কুরআনের এক-চতুর্থাংশের সমান *(নাসাঈ হা/ ৫৪২৯)*।

সূরা কাওছার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ؕ﴿۱﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ؕ﴿۲﴾ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ﴿۳﴾

সূরা কাওছার (হাউয কাওছার-জান্নাতী জলাধার) সূরা-১০৮, মাদানী :

(১) নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে 'কাওছার' দান করেছি।

(২) অতএব আপনার প্রভুর উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করুন ও কুরবানী করুন।

(৩) নিশ্চয়ই আপনার শত্রুই নির্বংশ।

সূরা মা'ঊন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ؕ﴿۱﴾ فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۙ﴿۲﴾ وَلَا

يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ
صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝

সূরা মা-'ঊন (নিত্য ব্যবহার্য বস্তু) সূরা-১০৭, মাক্কী :

(১) আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে?
(২) সে হ'ল ঐ ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে গলা ধাক্কা দেয়।
(৩) এবং মিসকীনকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করে না।
(৪) অতঃপর দুর্ভোগ ঐ সব মুছল্লীর জন্য।
(৫) যারা তাদের ছালাত থেকে উদাসীন।
(৬) যারা লোকদেরকে দেখায়।
(৭) এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু দানে বিরত থাকে।

সূরা কুরায়েশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ
هٰذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۝ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝

সূরা কুরায়েশ (কুরায়েশ বংশ, কা'বার তত্ত্বাবধায়কগণ) সূরা-১০৬, মাক্কী:

(১) কুরায়েশদের আসক্তির কারণে।
(২) আসক্তির কারণে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের।
(৩) অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই গৃহের মালিকের।
(৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় অন্ন দান করেছেন এবং ভীতি হ'তে নিরাপদ করেছেন।

সূরা ফীল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ
تَضْلِيْلٍ ۝ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ
سِجِّيْلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝

সূরা ফীল (হাতি) সূরা-১০৫, মাক্কী :

(১) আপনি কি শোনেন নি, আপনার প্রভু হস্তীওয়ালাদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলেন?
(২) তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি?
(৩) তিনি তাদের উপরে প্রেরণ করেছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি।
(৪) যারা তাদের উপরে নিক্ষেপ করেছিল মেটেল পাথরের কংকর।
(৫) অতঃপর তিনি তাদের করে দেন ভক্ষিত তৃণসদৃশ।

সূরা হুমাযাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۝ الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ
اَخْلَدَهٗ ۝ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝ نَارُ
اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝ الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۝ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝ فِيْ

عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝٩

সূরা হুমাযাহ (নিন্দাকারী) সূরা-১০৪, মাক্কী :

(১) দুর্ভোগ সেই সব ব্যক্তির জন্য যারা পশ্চাতে নিন্দা করে ও সম্মুখে নিন্দা করে।
(২) এবং সম্পদ জমা করে ও গণনা করে।
(৩) সে ধারণা করে যে, তার মাল তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে।
(৪) কখনোই না। সে অবশ্য অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারী হুত্বামাহর মধ্যে।
(৫) আপনি কি জানেন 'হুত্বামাহ' কি?
(৬) এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।
(৭) যা কলিজা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।
(৮) এটা তাদের উপরে পরিবেষ্টিত থাকবে (৯) দীর্ঘ স্তম্ভ সমূহে।

সূরা আছর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ ۝١ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝٢ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣

সূরা আছর (কাল) সূরা-১০৩, মাক্কী :

(১) কালের শপথ!
(২) নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

(৩) তারা ব্যতীত যারা (জেনে-বুঝে) ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে এবং পরস্পরকে 'হক'-এর উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্য্যের উপদেশ দিয়েছে।

সূরা তাকাছুর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٣ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٤ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝٥ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝٦ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝٧ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝٨

সূরা তাকাছুর (অধিক পাওয়ার আকাংখা) সূরা-১০২, মাক্কী :

(১) অধিক পাওয়ার আকাংখা তোমাদের (পরকাল থেকে) গাফেল রাখে।
(২) যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও।
(৩) কখনই না। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।
(৪) অতঃপর কখনই না। শীঘ্র তোমরা জানতে পারবে।
(৫) কখনই না। যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞান রাখতে (তাহ'লে কখনো তোমরা পরকাল থেকে গাফেল হ'তে না)।
(৬) তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে।
(৭) অতঃপর তোমরা অবশ্যই তা দিব্য-প্রত্যয়ে দেখবে।
(৮) অতঃপর তোমরা অবশ্যই সেদিন তোমাদের দেওয়া নে'মতরাজি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

সূরা ক্বারে'আহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْقَارِعَةُ ۙ﴿۱﴾ مَا الْقَارِعَةُ ۚ﴿۲﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ؕ﴿۳﴾ يَوْمَ يَكُوْنُ
النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۙ﴿۴﴾ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ؕ﴿۵﴾
فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ﴿۶﴾ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ؕ﴿۷﴾ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ
مَوَازِيْنُهٗ ۙ﴿۸﴾ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ؕ﴿۹﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ؕ﴿۱۰﴾ نَارٌ حَامِيَةٌ ۢ﴿۱۱﴾

সূরা ক্ব-রি'আহ (করাঘাতকারী) সূরা-১০১, মাক্কী :

(১) করাঘাতকারী!
(২) করাঘাতকারী কি?
(৩) আপনি কি জানেন, করাঘাতকারী কি?
(৪) যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত।
(৫) এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙিন পশমের মত।
(৬) অতঃপর যার (সৎকর্মের) ওযনের পাল্লা ভারি হবে।
(৭) সে (জান্নাতে) সুখী জীবন যাপন করবে।
(৮) আর যার (সৎকর্মের) ওযনের পাল্লা হালকা হবে।
(৯) তার ঠিকানা হবে 'হাভিয়াহ'।
(১০) আপনি কি জানেন তা কি?
(১১) প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।

সূরা 'আদিয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۙ﴿۱﴾ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۙ﴿۲﴾ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۙ﴿۳﴾ فَاَثَرْنَ
بِهٖ نَقْعًا ۙ﴿۴﴾ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۙ﴿۵﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۚ﴿۶﴾ وَاِنَّهٗ عَلٰى
ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۚ﴿۷﴾ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ؕ﴿۸﴾ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي
الْقُبُوْرِ ۙ﴿۹﴾ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ ۙ﴿۱۰﴾ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ۢ﴿۱۱﴾

সূরা 'আদিয়াত (ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্ব সমূহ) সূরা-১০০, মাক্কী :

(১) শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্ব সমূহের।
(২) অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নি বিচ্ছুরক অশ্বসমূহের।
(৩) অতঃপর প্রভাতকালে আক্রমণকারী অশ্বসমূহের
(৪) যারা সে সময় ধূলি উৎক্ষেপন করে।
(৫) অতঃপর যারা শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে।
(৬) নিশ্চয়ই মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ।
(৭) আর সে নিজেই (তার কর্মের দ্বারা) এ বিষয়ে সাক্ষী।
(৮) নিশ্চয়ই সে ধন-সম্পদের মায়ায় অন্ধ।
(৯) সে কি জানেনা, যখন উত্থিত হবে কবরে যা কিছু আছে? (অর্থাৎ সকল মানুষ পুনরুত্থিত হবে)।
(১০) এবং সবকিছু প্রকাশিত হবে, যা লুকানো ছিল বুকের মধ্যে।
(১১) নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালক সেদিন (ক্বিয়ামতের দিন) তাদের কি হবে, সে বিষয়ে সম্যক অবগত।

সূরা যিলযাল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۙ﴿۱﴾ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۙ﴿۲﴾ وَقَالَ
الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ﴿۳﴾ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۙ﴿۴﴾ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ؕ﴿۵﴾
يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ؕ﴿۶﴾ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ؕ﴿۷﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ﴿۸﴾

সূরা যিলযাল (ভূমিকম্প) সূরা-৯৯, মাক্কী :

(১) যখন পৃথিবী তার (চূড়ান্ত) কম্পনে প্রকম্পিত হবে।
(২) যখন ভূগর্ভ তার বোঝাসমূহ উদ্গীরণ করবে।
(৩) এবং মানুষ বলে উঠবে, এর কি হ'ল?
(৪) সেদিন সে (তার উপরে ঘটিত) সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে।
(৫) কেননা তোমার পালনকর্তা তাকে প্রত্যাদেশ করবেন।
(৬) সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়।
(৭) অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে।
(৮) এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে।'

সূরা ক্বদর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ﴿۱﴾ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ؕ﴿۲﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ
خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ؕ﴿۳﴾ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ
كُلِّ اَمْرٍ ۛ﴿۴﴾ سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿۵﴾

সূরা 'আলাক্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۚ﴿۱﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ﴿۲﴾ اِقْرَاْ
وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ﴿۳﴾ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ﴿۴﴾ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ؕ﴿۵﴾
كَلَّاۤ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰۤى ۙ﴿۶﴾ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ؕ﴿۷﴾ اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ؕ﴿۸﴾
اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يَنْهٰى ۙ﴿۹﴾ عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ؕ﴿۱۰﴾ اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى
الْهُدٰۤى ۙ﴿۱۱﴾ اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ؕ﴿۱۲﴾ اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ؕ﴿۱۳﴾ اَلَمْ يَعْلَمْ
بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ؕ﴿۱۴﴾ كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًۢا بِالنَّاصِيَةِ ۙ﴿۱۵﴾ نَاصِيَةٍ
كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۚ﴿۱۶﴾ فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ۙ﴿۱۷﴾ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۙ﴿۱۸﴾ كَلَّا ؕ لَا تُطِعْهُ

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿١٩﴾

সূরা তীন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ﴿١﴾ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ﴿٢﴾ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ﴿٣﴾ لَقَدْ
خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ﴿٥﴾ اِلَّا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٦﴾ فَمَا
يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ﴿٧﴾ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨﴾

সূরা শরহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾ الَّذِيْٓ اَنْقَضَ
ظَهْرَكَ ﴿٣﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ
يُسْرًا ﴿٦﴾ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴿٧﴾ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

সূরা আ'লা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ﴿١﴾ الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٢﴾ وَالَّذِيْ قَدَّرَ

فَهَدٰى ﴿٣﴾ وَالَّذِيْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ﴿٤﴾ فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ﴿٥﴾ سَنُقْرِئُكَ
فَلَا تَنْسٰٓى ﴿٦﴾ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ﴿٧﴾ وَنُيَسِّرُكَ
لِلْيُسْرٰى ﴿٨﴾ فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ﴿٩﴾ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ﴿١٠﴾
وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ﴿١١﴾ الَّذِيْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ﴿١٢﴾ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا
وَلَا يَحْيٰى ﴿١٣﴾ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ﴿١٥﴾ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ
الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٧﴾ اِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ
الْاُوْلٰى ﴿١٨﴾ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ﴿١٩﴾

সূরা গাশিয়াহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿٢﴾ عَامِلَةٌ
نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ﴿٥﴾ لَيْسَ لَهُمْ
طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ﴿٦﴾ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ﴿٧﴾ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ
نَّاعِمَةٌ ﴿٨﴾ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾ فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾ فِيْهَا
عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ﴿١٣﴾ وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ﴿١٤﴾ وَّنَمَارِقُ

مَصْفُوْفَةٌ ﴿١٥﴾ وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ﴿١٦﴾ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾
وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَاِلَى
الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾ فَذَكِّرْ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ
بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ اِنَّ
اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾

সূরা ইনফিত্বার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿٢﴾ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿٣﴾
وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ﴿٤﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ﴿٥﴾ يٰۤاَيُّهَا
الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ﴿٦﴾ الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ
فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِىْۤ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ
بِالدِّيْنِ ﴿٩﴾ وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُوْنَ مَا
تَفْعَلُوْنَ ﴿١٢﴾ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ﴿١٣﴾ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ ﴿١٤﴾
يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿١٥﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ﴿١٦﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ

الدِّيْنِ ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٨﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ
شَيْئًا ط وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ﴿١٩﴾

আয়াতুল কুরসী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ–

ফযিলত: রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক ফরয ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশের জন্য মৃত্যু ব্যতীত আর কোন বাধা থাকে না' *(নাসাঈ কুবরা হা/৯৯২৮, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭২, মিশকাত হা/৯৭৪)*। রাতে শয়নকালে পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার হেফাযতের জন্য একজন ফেরেশতা পাহারায় নিযুক্ত থাকে। যাতে শয়তান তার নিকটবর্তী হ'তে না পারে' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/২১২২-২৩)*।

সূরা বাকারাহ্’র শেষ দুই আয়াত

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ () لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ()

ফযীলত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রাতে সূরাহ বাক্বারাহ্র শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে তা তার জন্য যথেষ্ঠ হবে *(বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ,ইবনু মাজাহ, তিরমিযী হা/২৮৮১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-বলেছেন: আল্লাহ আসমান যমীন সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছেন। সেই কিতাব থেকে দুটি আয়াত নাযিল করা হয়েছে। সেই দুটি আয়াতের মাধ্যমেই সূরাহ আল-বাক্বারাহ সমাপ্ত করা হয়েছে। যে ঘরে তিন রাত এ দুটি আয়াত তিলাওয়াত করা হয় শয়তান সেই ঘরের সামনে আসতে পারে না *(হাকিম, তিরমিযী হা/২৮৮২)*।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হিফযুল হাদীছ

[শিক্ষকগণ নিম্নোক্ত হাদীছগুলির মূল মতন অর্থসহ মুখস্থ করাবেন]

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (متفق عليه)

১. ‘প্রত্যেক কাজ নিয়াতের উপর নির্ভশীল’*(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১)*।

اَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِكَ الْعَمَلَ الْقَلِيْلُ .

২. ‘তোমার ঈমানকে খাঁটি কর, অল্প আমলই নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে’ *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৮৪৪)*।

الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَان (رواه مسلم)

৩. ‘পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮)*।

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪. ‘যে আল্লাহ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়’ *(বুখারী হা/৫১৮৫)*।

الحَيَاءُ لاَ يَأْتِىْ إِلاَّ بِخَيْرٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫. ‘লজ্জাশীলতা কল্যাণ বৈ কিছুই আনয়ন করে না’ *(বুখারী, মিশকাত হা/৫০৭১)*।

الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ (رواه مسلم)

৬. ‘পুণ্য হ’ল উত্তম চরিত্র’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৭৩)*।

إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৭.'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে-ই, যে চরিত্রের দিক থেকে সর্বোত্তম' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৭৫)*।

لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ (رواه البيهقى وأحمد)

৮. 'যার আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই এবং যার অঙ্গীকার ঠিক নেই, তার দ্বীন নেই' *(বায়হাক্বী, আহমাদ, মিশকাত হা/৩৫, সনদ হাসান)*।

الإِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الإِيْمَانِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯. 'ঈমানের ৭০টির অধিক শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'ল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই' এ সাক্ষ্য দেওয়া এবং সর্বনিম্ন হ'ল রাস্তা হ'তে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। লজ্জাশীলতা হ'ল ঈমানের অন্যতম শাখা' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৫)*।

مَنْ صَمَتَ نَجَا (رواه احمد)

১০. 'যে চুপ থাকে, সে নাজাত পায়' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৪৮৩৬)*।

أَلْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ (رواه أحمد والترمذي وأبو داود والبيهقي في، شعب الإيمان)

১১. 'মানুষ তার বন্ধুর আদর্শে গড়ে উঠে' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/৫০১৯)*।

الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيمٌ (رواه أحمد والترمذي وأبو داود)

১২. 'মুমিন ব্যক্তি হয় সরল ও ভদ্র। পক্ষান্তরে পাপী ব্যক্তি হয় ধূর্ত ও চরিত্রহীন' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত হা/৫০৮৫)*।

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১৩. 'তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে তা শিক্ষা দেয়' *(বুখারী, মিশকাত হা/২১০৯)*।

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (رواه ابن ماجه)

১৪. (দ্বীনি) ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয (ইবনু *মাজাহ, মিশকাত হা/২১৮)*।

اَلسَّلاَمُ قَبْلَ الْكَلاَمِ (رواه الترمذي)

১৫. 'কথা-বার্তার পূর্বেই সালাম দিতে হবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৫৩)*।

يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيْرِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৬. 'ছোটরা বড়দেরকে, পায়ে হাঁটা লোক বসা লোককে এবং অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দিবে' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৩)*।

أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَّمْ تَعْرِفْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৭. 'জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামে কোন কাজ সর্বোত্তম? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি অন্যকে খাওয়াবে এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান করবে' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬২৯)*।

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১৮. 'যে ছোটদের স্নেহ করে না ও বড়দের সম্মান করে না, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয়' *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, আলবানী হা/১৯১৯)*।

إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ (رواه أحمد وأبو داود)

১৯. 'যখন তোমরা পরিধান করবে ও ওযু করবে, তখন ডান দিক থেকে শুরু করবে' *(আহমাদ, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪০১)*।

...مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ (رواه مسلم)

২০. '...যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের পথ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪)*।

إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ (رواه مسلم)

২১. 'আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে প্রিয় নাম হ'ল আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৫২)*।

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ (رواه أبو داود)

২২. 'হিংসা হতে দুরে থাক। কেননা, হিংসা নেকীকে ধ্বংস করে দেয়। যেমনটি আগুন শুকনা কাঠকে জ্বালিয়ে দেয়' *(আবু দাউদ, মিশকাত হা/৫০৪০)*।

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ (متفق عليه)

২৩. 'যে ব্যক্তি কুস্তিতে প্রতিপক্ষকে পরাভূত করে সে শক্তিশালী নয়, বরং (প্রকৃত) শক্তিশালী ঐ ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত রাখতে সক্ষম হয়' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হা/ ৫১০৫)*।

أَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ (رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه)

২৪. 'দো'আ হ'ল ইবাদত' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৩০)*।

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ أُصَلِّىْ (متفق عليه)

২৫. 'তোমরা সেভাবেই ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখ *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হা/ ৬৮৩)*।

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ (متفق عليه)

২৬. 'কাতার সোজা কর, কেননা কাতার সোজা করা ছালাত প্রতিষ্ঠার অন্তর্ভূক্ত' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১০৮৭)*।

اَسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ (متفق عليه)

২৭. 'তোমরা কাতার সোজা কর, বিভক্ত হয়ে দাঁড়িয়ো না। তাতে তোমাদের অন্তরগুলো বিভক্ত হয়ে যাবে' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১০৮৮)*।

فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ (رواه إبن خزيمة)

২৮. 'তিনি (রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতে) তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর স্থাপন করে বুকের উপর রাখতেন' *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৪৭৯)*।

إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا (متفق عليه)

২৯. 'যখন ইমাম 'আমীন' বলে, তখন তোমরা সকলে 'আমীন' বল' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৫)*।

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ (متفق عليه)

وفى رواية عنه: وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৩০. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন, রুকূ যাওয়াকালীন তাকবীর দিতেন ও রুকূ থেকে মাথা ওঠাতেন তখন কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' করতেন'*(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯৩)*।

অপর বর্ণনায় আছে, ... এবং ২য় রাক'আত থেকে উঠে দাঁড়াবার সময় 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' করতেন'..... (বুখারী, মিশকাত হা/৭৯৪)।

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع (رواه أبو داود)

৩১. 'তোমাদের সন্তানের বয়স যখন সাত বছর হবে, তখন তাদেরকে ছালাতের নির্দেশ দাও। আর যখন তাদের বয়স দশ বছর হবে তখন ছালাতের জন্য প্রয়োজনে প্রহার কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও' *(আবু দাউদ, মিশকাত হা/৫৭২)*।

مَنْ لَمْ يَدْعُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ غَضِبَ عَلَيْهِ. (رواه ابن ماجه)

৩২. 'যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ডাকে না, তিনি তার উপর রাগান্বিত হন' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৮২৭, সনদ হাসান)*।

أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا(رواه مسلم)

৩৩. 'মহান আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে প্রিয় স্থান মসজিদ ও সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান বাজার' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯৬)*।

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ

৩৪. 'ক্বিয়ামতের দিনে বান্দার সর্বপ্রথম ছালাতের হিসাব গ্রহণ করা হবে' *(সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৫৮)*।

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ، فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ (رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ)

৩৫. 'ক্বিয়ামতের দিন বান্দার প্রথম হিসাব নেয়া হবে ছালাত সম্পর্কে। যদি ছালাত ঠিক হয় তাহ'লে সব আমল ঠিক হবে। আর যদি ছালাত নষ্ট হয় তাহ'লে সব আমল নষ্ট হয়ে যাবে' *(মু'জামুল আওসাত্ব হা/১৮৫৯, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৫৮)*।

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ... (متفق عليه)

৩৬. 'যখন রাতের শেষ তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট থাকে, তখন আমাদের প্রতিপালক প্রথম আকাশে নেমে আসেন'..*(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১২২৩)*।

إِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ اَدْ وَمُهَا وَإِنْ قَلَّ (متفق عليه)

৩৭. ‘মহান আল্লাহর নিকটে ঐ আমল সবচেয়ে বেশী প্রিয়, যা সর্বদা করা হয়, যদিও তা অল্প হয়’*(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১২৪২)*।

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا (متفق عليه)

৩৮. ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে একদিন ছিয়াম রাখবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের পথ দূরে রাখবেন’ *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হা/ ২০৫৩)*।

لَا يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ (رواه أبو داود وابن ماجه)

৩৯. ‘দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা (সূর্যাস্তের সাথে সাথে) তাড়াতাড়ি ইফতার করবে’*(আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫)*।

لَغُدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪০. ‘একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা সমগ্র দুনিয়া ও তার মধ্যকার সকল কিছু হ’তে উত্তম’ *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৯২)*।

فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لاَ يَدْخُلُهُ إِلاَّ الصَّائِمُونَ (متفق عليه)

৪১. ‘জান্নাতের আটটি দরজা আছে। তন্মধ্যে একটির নাম ‘রাইয়ান’। ঐ দরজা দিয়ে ছিয়াম পালনকারী ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করবে না’ *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৭)*।

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ (وراه مسلم)

৪২. ‘দুনিয়া মুসলমানদের জন্য জেলখানা এবং কাফেরদের জন্য জান্নাত’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৫৮)*।

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ (وراه مسلم)

৪৩. ‘ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৩)*।

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪৪. ‘তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হ’তে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই-ই পসন্দ করে যা সে নিজের জন্য পসন্দ করে’ *(বুখারী হা/১৩)*।

لاَ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ (متفق عليه)

৪৫. ‘মহান আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর দয়া করেন না, যে মানুষের উপর দয়া করে না *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৪৭)*।

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪৬. ‘মুনাফিকের চিহ্ন বা পরিচয় তিনটি। (১) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে (২) অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে ও (৩) আমানতের খেয়ানত করে’ *(বুখারী হা/৩৩)*।

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُه كُفْرٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪৭. ‘মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী কাজ ও লড়াই করা কুফরী কাজ’ *(বুখারী হা/৪৮)*।

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (متفق عليه)

৪৮. 'প্রকৃত মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার হাত ও মুখ হ'তে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৬)* ।

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ.

৪৯. 'একজন মানুষের একটি সুন্দর ইসলামী বৈশিষ্ট্য হল সে অযথা/ অহেতুক কাজ পরিত্যাগ করে' (মুয়াত্তা মালিক হা/৩৩৫২) ।

وَمَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِى حَاجَتِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫০. 'যে তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন' *(বুখারী হা/ ৬৯৫১)* ।

لاَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫১. 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই-ই পসন্দ করে যা সে নিজের জন্য পসন্দ করে' *(বুখারী, মিশকাত হা/ ৪৯৬১)* ।

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫২. 'মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী কাজ ও হত্যা করা কুফরী কাজ' *(বুখারী, মিশকাত হা/ ৪৮১৪)* ।

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৩. 'মুসলমান তিনি যার যবান ও হাত হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে এবং মুহাজির তিনি, যিনি আল্লাহ্‌র নিষেধ সমূহ হতে হিজরত করেন'*(বুখারী, মিশকাত হা/ ৬)* ।

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِيْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ(رواه البيهقي في،شعب الإيمان)

৫৪. 'ঐ ব্যক্তি মুমিন নয়, যে উদর পূর্ণ করে খায়, অথচ পাশেই তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে' *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/৪৯৯১)* ।

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِى الْجَنَّةِ هَكَذَا (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৫. 'আমি ও ইয়াতিমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এই দুই আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকবো' *(বুখারী, ছহীহাহ, মিশকাত হা/৪৯৫২)* ।

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৬. 'মুসলমানকে গালী দেয়া ফাসেক্বী এবং তাকে হত্যা করা কুফরী' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮১৪)* ।

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৭. 'একজন মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই' *(বুখারী হা/২৪৪২)* ।

وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৮. 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কষ্ট দূর করবে মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকেও অনেক বিপদের মধ্য থেকে উদ্ধার করবেন' *(বুখারী হা/২৪৪২)* ।

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৯. 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটিও আড়াল করে রাখবেন *(বুখারী হা/২৪৪২)* ।

أَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৬০. 'মুসলমান তিনি যার যবান ও হাত হ'তে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে এবং মুহাজির তিনি, যিনি আল্লাহ্র নিষেধ সমূহ হ'তে হিজরত করেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/৬)* ।

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّة (رواه مسلم)

৬১. 'সর্বদা সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাক। কারণ সত্য কথা ভাল কাজের পথ দেখায়, আর ভাল কাজ জান্নাতের পথ দেখায়' *(মুসলিম হা/১০৫)* ।

وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ (رواه مسلم)

৬২. 'মিথ্যা থেকে দূরে থাক। কারণ মিথ্যা অন্যায় কাজের পথ দেখায়, আর অন্যায় কাজ জাহান্নামের পথ দেখায়' *(মুসলিম হা/১০৫)* ।

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ (رواه مسلم)

৬৩. 'যা কিছু শুনে তাই বলতে থাকা মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৬)* ।

أَلْحِلْفُ مُنَفِّقَةٌ لِّلسِّلْعَةِ، مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৬৪. 'মিথ্যা কসম পণ্যের বিক্রি বৃদ্ধি করে দেয়, কিন্তু তাতে বরকত কমিয়ে দেয়' *(বুখারী, হা/ ২০৮৭)* ।

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِى الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُوْرِ وَهُمَا فِى النَّارِ (رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ)

৬৫. 'তোমরা সত্যবাদিতা অবলম্বন কর। সত্য নেকীর সাথে রয়েছে। আর উভয়টি জান্নাতে যাবে। আর মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। মিথ্যা পাপের সাথে রয়েছে। উভয়েই জাহান্নামে যাবে' *(ইবনু মাযাহ হা/৩৮৪৯)* ।

لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَصَاوِيرُ (متفق عليه)

৬৬. 'ঐ ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেনা, যে ঘরে কুকুর বা প্রাণীর ছবি থাকে' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৮৯)* ।

أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ

৬৭. 'আমি শেষ নবী, আমার পবে আর কোন নবী আসবে না' *(সিলসিলা ছহীহা হা/২৬৫৪)* ।

أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ (رواه مسلم)

৬৮. 'সাবধান! তোমরা কবরকে মসজিদে পরিণত করো না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭১৩)* ।

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (رواه مسلم)

৬৯. 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায়, তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৯৫)* ।

الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدِيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৭০. ‘কবীরা গুনাহ’ হলো, ‘আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, মানুষ হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা’ *(বুখারী, হা/ ২৬৫৩)* ।

كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ (رواه مسلم)

৭১. ‘আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বৎসর পূর্বেই আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় সৃষ্টিকুলের তাক্বদীর লিখে রেখেছেন’ *(মুসলিম হা/ ৬৯১৯)* ।

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَّ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَإِقَامِ الصَّلوَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (متفق عليه)

৭২. ‘ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপরে দন্ডায়মান। (১) তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করা এই মর্মে যে, ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল’ (২) ছালাত কায়েম করা (৩) যাকাত আদায় করা (৪) হজ্জ সম্পাদন করা (৫) রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করা’ *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪)* ।

مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

৭৩. ‘যে ব্যক্তি তাবীজ ঝুলায়, সে শিরকে লিপ্ত হয়’ *(আহমাদ হা/১৭৪৫৮)* ।

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

৭৪. ‘যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করল সে কুফরী এবং শিরক করল *(তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৩৪১৯)* ।

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ ... (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৭৫. ‘মহান আল্লাহ বিশ্বে সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন (রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)কে বা তাঁর নূরকে নয়)’... *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৪)* ।

وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৭৬. ‘যে ব্যক্তি একটি ছবি বা মূর্তি তৈরী করল, (কিয়ামতের দিন) তাকে শাস্তি দেয়া হবে’ *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৪৯৯)* ।

رِضَا الرَّبِّ فِى رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِى سَخَطِ الْوَالِدِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৭৭. ‘পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি’ *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৯২৭)* ।

ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৭৮. ‘নিসন্দেহে তিন ব্যক্তির দো’আ (আল্লাহর নিকটে) খুব দ্রুত পৌছায় ১. মজলুমের দো’আ ২. মুসাফিরের দো’আ ৩. সন্তানের জন্য পিতামাতার দো’আ’ *(তিরমিযী হা/১৯০৫)* ।

مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ (وراه مسلم)

৭৯. ‘বৃদ্ধকালে পিতা-মাতা উভয়কে কিংবা একজনকে পেল, অথচ যে সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করল না, সে হতভাগ্য’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১২)* ।

قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الكَبَائِرِ قَالَ : الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدِيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৮০. ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কাবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ’লে তিনি বলেন, আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, মানুষ হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা’ *(বুখারী হা/২৬৫৩)*।

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الأُمَّهَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّوَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ (متفق عليه)

৮১. ‘আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের প্রতি হারাম করেছেন মাতা-পিতার অবাধ্যতা, সীমালঙ্ঘন করা, বাজে কথা বলা, অধিক প্রশ্ন করা ও সম্পদ বিনষ্ট করা’ *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হা/ ৪৯১৫)*।

فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا (رواه أحمد والنسائي والبيهقي)

৮২. মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত *(আহমাদ, নাসাঈ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৯৩৯)*।

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيْمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ (متفق عليه)

৮৩. ‘কোন মুসলমান যদি গাছ রোপণ করে অথবা কোন ফসল বোনে, অতঃপর তা থেকে কোন পাখি, মানুষ বা কোন চতুষ্পদ জন্তু যে আহার করে, তা তার জন্য ছাদাক্বা হয়ে যাবে’ *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হা/১৯০০)*।

اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৮৪. ‘উত্তম কথাও একটি ছাদাক্বা বা দান বিশেষ’ (বুখারী হা/৩৪)।

إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ (رواه الترمذ)

৮৫. ‘যে ব্যক্তি ভাল কাজের পথ দেখায় সে ঐ ব্যক্তির মতই সাওয়াব পায় যে উক্ত ভাল কাজ সম্পাদন করে’ *(হাসান ছহীহাহ, তিরমিযী হা/২৬৭০)*।

مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৮৬. ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে, তার জন্য সাতশত গুণ নেকী লিপিবদ্ধ হয়’ *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৮২৬)*।

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ (رواه مسلم)

৮৭. ‘যে ব্যক্তি কাউকে কোন কল্যাণের পথ দেখায়, সে ততটাই পুণ্য পাবে, যতটা পুণ্য এ কর্ম সম্পাদনকারী নিজে পাবে’ *(মুসলিম, মিশকাত, হা/ ২০৯)*।

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

৮৮. ‘যখন কোন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন তার তিনটি আমল ব্যতীত সকল আমলের দ্বার বন্ধ হয়ে যায়। ১. সাদাকায়ে জারিয়া বা প্রবাহমান সাদাকা ২. এমন জ্ঞান যা দিয়ে মানুষ উপকৃত হয় এবং ৩. সুসন্তান যে তার জন্য দো‘আ করে’ *(মুসলিম হা/ ৪৩১০)*।

وَاللهِ لأَنْ يَهْدِىَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৮৯. ‘আল্লাহ্র কসম! যদি তোমার দ্বারা আল্লাহ একজন ব্যক্তিকেও হেদায়াত দান করেন, তবে সেটি তোমার জন্য মূল্যবান লাল উটের (কুরবানীর) চাইতে উত্তম হবে’ *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৬০৮০)*।

أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَّمْ تَعْرِفْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯০. 'জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছা.)-কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামে কোন কাজ সর্বোত্তম? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছা.) বললেন, 'তুমি অন্যকে খাওয়াবে এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান করবে' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/ ৪৬২৯)।*

اَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৯১. 'মজলুমের বদ দো'আকে ভয় কর। কারণ, তার বদ দো'আ ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকে না' *(বুখারী হা/২৪৪৮)।*

كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৯২. 'দু'টি বাক্য আল্লাহ্‌র নিকটে খুবই প্রিয়। যা উচ্চারণে হালক কিন্তু ওজনের পাল্লায় ভারী। (বাক্য দু'টি হল) *'সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহাম্‌দিহি, সুবহা-নাল্লা-হিল আ-যীম'* প্রশংসাসহ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছি' *(বুখারী হা/ ৭৫৬৩)*।

ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৯৩. 'নিসন্দেহে তিন ব্যক্তির দো'আ (আল্লাহর নিকটে) খুব দ্রুত পৌছায় ১. মজলুমের দো'আ ২. মুসাফিরের দো'আ ৩. সন্তানের জন্য পিতামাতার দো'আ' *(তিরমিযী হা/১৯০৫)*।

لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا (رواه مسلم)

৯৪. 'তোমাদের কেউ যেন তার বাম হাত দিয়ে না খায় ও পান না করে। কেননা শয়তান তার বাম হাতে খায় ও পান করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬৩)।*

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا (رواه مسلم)

৯৫. 'নবী (ছাঃ) দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৬৬)।*

بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৯৬. 'আমার পক্ষ থেকে একটি বাণী হলেও তা পৌঁছায়ে দাও' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)*।

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৯৭. 'প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা' *(বুখারী হা/১৭৭৫)*।

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا (رواه مسلم)

৯৮. 'যে আমাদের সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম হা/৪৩)।*

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৯৯. 'আমাদের উপর যে ব্যক্তি অস্ত্র উত্তোলন করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(বুখারী হা/৬৮৭৪)*।

مَنْ أَحْدَثَ فِىْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১০০. ‘যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে এমন বিষয় সৃষ্টি করল, যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত’ *(বুখারী হা/২৬৯৭)*।

لَنْ نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ (رواه مسلم)

১০১. ‘আমরা আমাদের কাজে এমন ব্যক্তিকে কখনোই নেতা নিয়োগ করি না, যারা তার আকাংখা পোষণ করে’*(মুসলিম, মিশকাত, হা/ ৩৬৮৩)।*

إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ زَمَانَ صَبْرٍ لِلْمُتَمَسِّكِ فِيْهِ أَجْرُ خَمْسِيْنَ شَهِيْدًا مِّنْكُمْ.

১০২. ‘তোমাদের পরে এমন একটা কঠিন সময় আসবে যখন সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশ জন শহীদের সমান নেকী পাবে’*(ছহীহুল জামে, হা/ ২২৩৪)।*

لاَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০৩. ‘তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ আমি তার নিকটে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এমনকি দুনিয়ার সকল মানুষের চাইতে অধিক প্রিয় না হব’ *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/ ৭)।*

إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১০৪. ‘নিশ্চয়ই আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ তোমাদের কারো প্রতি মিথ্যা আরোপের মত নয়। যে ব্যক্তি জেনে বুঝে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে সে যেন নিজের স্থান জাহান্নামে করে নেয়’ *(বুখারী হা/১২৯১)*।

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا (وراه مسلم)

১০৫. ‘যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করে, মহান আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত পাঠান’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯২১)*।

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا مَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ (رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّا)

১০৬. ‘আমি তোমাদের মাঝে দু’টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা ঐ দু’টিকে মযবুতভাবে ধরে থাকবে ততদিন তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না। বস্তু দু’টি হচ্ছে ‘আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত’ *(মুওয়াত্ত্বা হা/৩৩৩৮, মিশকাত হা/১৮৬)*।

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ.

১০৭. ‘দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা সমস্ত পাপের মূল’ *(সিলসিলা ছহীহাহ, মিশকাত হা/৫২১৩)*।

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ بِالدِّمَاءِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১০৮. ‘(ক্বিয়ামতের দিন) সর্বপ্রথম মানুষের বিচার ‘খুন / হত্যা’ সম্পর্কে হবে’ *(বুখারী, হা/ ৫৪৬০)*।

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

১০৯. ‘শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও’ *(ইবনু মাযাহ, মিশকাত হা/২৯৮৭)*।

اَلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ (رواه أبو داود والترمذي والدارمي)

১১০. 'পৃথিবী পুরোটাই মসজিদ। তবে কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত' *(আবু দাউদ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৭৩৭)*।

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১১১. 'দুনিয়াতে এমন ভাবে থাকো যেন তুমি কোন মুসাফির অথবা পথিক' *(বুখারী হা/১৬০৪)*।

إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ (متفق عليه)

১১২. 'অবশ্যই বিবাদ সৃষ্টিকারী ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৬২)*।

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (وراه مسلم)

১১৩. 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুমিন বান্দার কষ্ট দুর করবে, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার কষ্ট দুর করবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪)*।

مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ (وراه مسلم)

১১৪. 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন গরীব লোকের প্রতি অনুগ্রহ করবে, মহান আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার উপর অনুগ্রহ করবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪)*।

لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ : عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَا أَبْلاَهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১১৫. 'ক্বিয়ামতের দিন আদম সন্তান তার প্রতিপালকের নিকট থেকে পাঁচটি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পা বাড়াতে পারবে না। ১. তার জীবন সম্পর্কে, কিসে তা অতিবাহিত করেছিল। ২. তার যৌবন সম্পর্কে, কিসে তা নিঃশেষ করেছিল। ৩. তার মাল সম্পর্কে, কোন পথে তা অর্জন করেছিল এবং ৪. কোন পথে তা ব্যয় করেছিল। ৫. তার ইল্‌ম সম্পর্কে, তদনুযায়ী সে আমল করেছিল কি-না' *(তিরমিযী হা/২৪১৬)*।

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ (متفق عليه)

১১৬. 'চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৩)*।

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ (متفق عليه)

১১৭. 'আত্মীয়তা ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯২২)*।

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِيَ بِالْحَرَامِ (رواهالبيهقي)

১১৮. 'হারাম ভক্ষণকারীর শরীর জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা ২৭৮৭)*।

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১১৯. '(পুরুষের) টাখনুর নীচের যেই অংশ পায়জামা বা লুঙ্গি দ্বারা ঢাকা থাকে, তা জাহান্নামের যাবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১৪)*।

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ– (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ)

১২০. 'যে দেহ হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান; মিশকাত হা/২৭৮৭)।*

وَهُوَ يَعِظُهُ اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ، شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১২১. 'পাঁচটি জিনিস আসার পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে গণীমত মনে কর। ১. বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে, ২. অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে, ৩. ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে, ৪. দরিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতাকে এবং ৫. মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে *(তিরমিযী, মিশকাত, হা/ ৫১৭৪)।*

من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. (رواه الترمذي والبيهقي)

১২২. 'যখন কোন মজলিসে বসো এবং সেই স্থান ত্যাগ করতে চাইলে বলবে, ***'সুবহা-নাকাল্লা-হুমা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল রা ইলা-হা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা'*** মহা পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকেই ফিরে যাচ্ছি (তওবা করছি)' *(তিরমিয়ী, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৪৩৩)।*

****

তৃতীয় অধ্যায়

দো'আ শিক্ষা

১. সকল ভাল কাজ শুরু করার দো'আঃ بِسْمِ اللهِ *(বিসমিল্লা-হ)* 'আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি' *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪০২)।*

২. সকল ভাল কাজ শেষের দো'আঃ اَلْحَمْدُ لِلهِ *(আলহামদুলিল্লা-হ)* 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪২০০)*।

৩. ওযু শুরুর দো'আ : بِسْمِ اللهِ (বিসমিল্লাহ)' 'আল্লাহর নামে শুরু করছি' *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪০২)।*

৪. ওযু শেষের দো'আ :

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

(আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারী-কালাহূ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুহূ ওয়া রাসূলুহু। আল্লা-হুম্মাজ্ব আল্‌নী-মিনাত্‌ তাও-ওয়া-বী-না ওয়াজ্ব আল্‌নী-মিনাল মুতা-ত্বহহিরী-ন)।

অর্থঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক ও শরীক বিহীন। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রসূল'। 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তওবাকারীদের ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন!! *(মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৮৯ 'পবিত্রতা' অধ্যায়-৩)*।

৫. টয়লেটে প্রবেশের দো'আ : اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

(আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবা-ইছ)

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি পুরুষ ও মহিলা জিন (-এর অনিষ্টকারিতা) হ'তে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৭)*।

৬. টয়লেটে হ'তে বের হওয়ার দো'আ : غُفْرَانَكَ *(গুফরা-নাকা)*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৩৫৯)*।

৭. গোসল শুরুতে ওযুর দো'আ: بِسْمِ اللهِ (বিসমিল্লাহ)'

অর্থ:'আল্লাহর নামে শুরু করছি' *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪০২)*।

৮. আযানের পর দো'আ:

اَللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَهُ.

(আল্লা-হুম্মা রববা হা-যিহিদ দা'ওয়াতিত তা-ম্মাহ, ওয়াছ সলা-তিল ক্বা-য়মাহ, আ-ত মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাহ, ওয়াব'আছহু মাক্ব-মাম মাহমূদাল্লাযী ওয়া'আদ্‌তাহ')।

অর্থ:'হে আল্লাহ! (তাওহীদের) এই পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত সলাতের তুমি প্রভু। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তুমি দান কর 'অসীলা' (নামক জান্নাতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান) ও মর্যাদা এবং পৌঁছে দাও তাঁকে (শাফা'আতের) প্রশংসিত স্থান 'মাক্বামে মাহমূদে' যার ওয়াদা তুমি তাঁকে করেছ' *(বুখারী, মিশকাত হা/৬৫৯)*।

৯. মসজিদে প্রবেশের দো'আ: মসজিদে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করতে হয়।

اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ (আল্লা-হুম্মাফ্‌তাহ্‌লী-আবওয়া-বা রাহমাতিকা)

'হে আল্ল-হ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও'।

(মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৩)।

১০. মসজিদ থেকে বের হবার দো'আ: মসজিদ ত্যাগের সময় বাম পা ও রেখে বলতে হয়, اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ (আল্লা-হুম্মা ইন্নী-আস্‌আলুকা মিন ফাযলিকা) **অর্থ:**'হে আল্লা-হ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৩)*।

১১. ছালাতের তাকবীর: ছালাতের প্রথমে যে তাকবীর দেওয়া হয় তা 'তাকবীরে তাহরীমা' এবং বাকী সকলগুলো 'তাকবীর' বলা হয়, اَللهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) **অর্থ:** 'আল্লাহ মহান'*(আবু দাউদ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৮০১)*।

১২. তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা বা দো'আয়ে ইস্তেফতা-হ পড়তে হয়:

اَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَد (متفق عليه)

(আল্লা-হুম্মা বা-'এদ বায়নী ওয়া বায়না খাত্বা-ইয়া-ইয়া, কামা বা-'আদতা বায়নাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিবি। আল্লা-হুম্মা নাকক্বিনী মিনাল খাত্বা-ইয়া, কামা ইউনাকক্বাছ ছাওবুল আব্‌ইয়াযু মিনাদ

দানাসি। আল্লা-হুম্মাগ্‌সিল খাত্বা-ইয়া-ইয়া বিল মা-য়ি ওয়াছ ছালজি ওয়াল বারদ্')

অর্থঃ'হে আল্লাহ! আপনি আমার ও আমার গোনাহ সমূহের মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে পরিচ্ছন্ন করুন গোনাহ সমূহ হ'তে, যেমন পরিচ্ছন্ন করা হয় সাদা কাপড় ময়লা হ'তে। হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহ সমূহকে ধুয়ে ছাফ করে দিন পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা ও শিশির দ্বারা'*(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৮১২)*।

১৩. কুরআন তেলাওয়াত শুরুর দো'আঃ بِسْمِ اللهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ (বিস্‌মিল্লা হির রহমানির রহীম)' **অর্থঃ**'পরম দয়ালু, মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি' *(সুরা নাহলঃ ১৮/৯৮, বুখারী, মিশকাত হা/২১৯১)।*

১৪. রুকূর দো'আঃ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْلِى (متفق عليه)

(সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা, আল্লা-হুম্মাগফিরলী)

অর্থ :'হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রশংসার সাথে আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন! *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭১)*।

/ অথবা, এই দো'আ কমপক্ষে তিনবার পড়বেঃ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ (সুবহা-না রব্বিয়াল 'আযীম') **অর্থঃ** মহাপবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি মহান *(আবুদাউদ, তিরমিযী হা/৮৮১)*।

১৫. রুকূ থেকে উঠে পঠিতব্য দো'আ : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (متفق عليه) *(রব্বানা লাকাল হাম্‌দ)* **অর্থঃ**'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্যই সকল প্রশংসা'*(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯৫)*।

অথবা পড়বেঃ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ (متفق عليه) *(রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দু হাম্‌দান কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহি)* **অর্থঃ**'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্য অগণিত প্রশংসা, যা পবিত্র ও বরকতময়'*(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৪ ও ৮৭৭)*।

১৬. সিজদার দো'আ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللَّهُمَّ (متفق عليه) اغْفِرْلِيْ *(সুবহ-নাকা আল্লা-হুম্মা রব্বানা ওয়া বিহাম্‌দিকা, আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী)*

অর্থঃ'হে আল্লাহ হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রশংসার সাথে আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন!'*(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭১)*।

/ অথবা, এই দো'আ কমপক্ষে তিনবার পড়বেঃ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى *(সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা)* **অর্থ :**'মহাপবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি সর্বোচ্চ' *(আবুদাউদ, তিরমিযী হা/৮৮১)*।

১৭. দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের দো'আ :

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ-

(আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী ওয়ারহাম্‌নী ওয়াজ্‌বুরনী ওয়াহ্‌দিনী ওয়া 'আ-ফেনী ওয়ার্‌যুক্বনী)। **অর্থঃ**'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপরে রহম করুন, আমার অবস্থার সংশোধন করুন, আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন, আমাকে সুস্থতা দান করুন ও আমাকে রূযী দান করুন' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৯০০)*।

বৈঠকের দো'আ সমূহ:

১৮. তাশাহ্হুদ (আত্তাহিইয়া-তু):

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ (متفق عليه)

(আত্তাহিইয়া-তু লিল্লা-হি ওয়াছ্ ছালাওয়া-তু ওয়াত্ ত্বাইয়িবা-তু আসসালা-মু 'আলায়কা আইয়ুহান নাবিইয়ু ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু। আসসালা-মু 'আলায়না ওয়া 'আলা 'ইবা-দিল্লা-হিছ ছা-লেহীন। আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুহূ ওয়া রাসূলুহু)।

অর্থ:'যাবতীয় সম্মান, যাবতীয় উপাসনা ও যাবতীয় পবিত্র বিষয় আল্লাহ্র জন্য। হে নবী! আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সমৃদ্ধি সমূহ নাযিল হউক। শান্তি বর্ষিত হউক আমাদের উপরে ও আল্লাহ্র সৎকর্মশীল বান্দাগণের উপরে। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল'*(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৯০৯)*।

১৯. দরূদ :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (متفق عليه)

(আল্লা-হুম্মা ছাল্লে 'আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া 'আলা আ-লে মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লায়তা 'আলা ইবরা-হীমা ওয়া 'আলা আ-লে ইব্রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক 'আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া 'আলা আ-লে মুহাম্মাদিন কামা বা-রক্তা 'আলা ইব্রা-হীমা ওয়া 'আলা আ-লে ইব্রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ)।

অর্থ:'হে আল্লাহ! আপনি রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপরে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপরে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত'*(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৯১৯)*।

২০. দো'আয়ে মাছূরাহ (১) :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدَكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (متفق عليه)

(আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফ্সী যুলমান কাছীরাঁও অলা ইয়াগ্ফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা, ফাগ্ফিরলী মাগফিরাতাম মিন 'ইনদিকা ওয়ারহাম্নী ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর রহীম)।

অর্থ:'হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের উপরে অসংখ্য যুলুম করেছি। ঐসব গুনাহ মাফ করার কেউ নেই আপনি ব্যতীত। অতএব আপনি আমাকে আপনার পক্ষ হ'তে বিশেষভাবে ক্ষমা করুন এবং আমার উপরে অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান'। এরপর অন্যান্য দো'আ সমূহ পড়তে পারে'*(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৯৪২)*।

/ দো'আয়ে মাছূরাহ (২) :

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ –

(رواه مسلم)

(আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন্ 'আযা-বি জাহান্নামা ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন 'আযা-বিল ক্ববরি, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিং ফিৎনাতিল মাসীহিদ্ দাজ্জা-লি, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিং ফিৎনাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামা-তি)

অর্থ:'হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করছি জাহান্নামের আযাব হতে, কবরের আযাব হতে, দাজ্জালের ফিৎনা হতে এবং জীবন ও মৃত্যুকালীন ফিৎনা হতে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৪১)*।

২১. ছালাতে সালাম ফিরানোর পরবর্তী যিকর সমূহ :

(١) اَللهُ أَكْبَرُ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، اَسْتَغْفِرُ اللهَ، اَسْتَغْفِرُ اللهَ–

(১) '*আল্লা-হু আকবার (স্বরবে একবার)* **অর্থ:**'আল্লাহ সবার চেয়ে বড়'। *আস্তাগফিরুল্লা-হ, আসতাগ্ফিরুল্লা-হ, আস্তাগ্ফিরুল্লা-হ (তিনবার)।*

অর্থ: 'আমি আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি'।

(٢) اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ

(متفق عليه)

(২) *(আল্লা-হুম্মা আন্তাস্ সালা-মু ওয়া মিন্কাস্ সালা-মু, তাবা-রক্তা ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইক্রা-ম)*

অর্থ:'হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি, আপনার থেকেই আসে শান্তি। বরকতময় আপনি, হে মর্যাদা ও সম্মানের মালিক'*(মিশকাত হা/৯৬১)*।

(٣) لَآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ (رواه مسلم)

(৩) *(লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা শারীকা লাহূ, লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর; লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ* (উঁচুস্বরে)।

অর্থ: 'নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত, যিনি একক ও শরীকবিহীন। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী। নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি, আল্লাহ ব্যতীত' *(মুসলিম হা/৫৯৪)*।

(٤) اَللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ، اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(৪) *আল্লা-হুম্মা আ'ইন্নী 'আলা যিকরিকা ওয়া শুক্রিকা ওয়া হুসনে 'ইবা-দাতিকা। আল্লা-হুম্মা লা মা-নে'আ লিমা আ'ত্বায়তা অলা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা অলা ইয়ান্ফা'উ যাল জাদ্দে মিন্কাল জাদ্দু)*।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনাকে স্মরণ করার জন্য, আপনার শুকরিয়া আদায় করার জন্য এবং আপনার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আপনি যা দিতে চান, তা রোধ করার কেউ নেই এবং আপনি যা রোধ করেন, তা দেওয়ার কেউ নেই। কোন সম্পদশালী ব্যক্তির সম্পদ কোন উপকার করতে পারে না আপনার রহমত ব্যতীত'*(বুখারী হা/৮৪৪)*।

(٥) رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا (رواه أحمد والترمذي)

(৫) (*রাযীতু বিল্লা-হি রব্বাঁও ওয়া বিল ইসলা-মি দীনাঁও ওয়া বিমুহাম্মাদিন্ নাবিইয়া)*।

অর্থ:'আমি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম আল্লাহ্‌র উপরে প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামের উপরে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদের উপরে নবী হিসাবে'।

ফযিলত: রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এই দো'আ পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে'*(আবু দাউদ হা/১৫২৯; আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩৯৯)*।

(٦) اَللّٰهُمَّ أَدْخِلْنِيْ الْجَنَّةَ وَ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ(رواه الترمذي ونسائي)

(৬) *(আল্লা-হুম্মা আদখিলনিল জান্নাতা ওয়া আজিরনী মিনান্ না-র) (৩ বার)।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ দাও!'*(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৪৭৮)*।

(٧) سُبْحَانَ اللهِ، اَلْحَمْدُ للهِ، اَللهُ أَكْبَرُ، لآ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ (رواه مسلم)

(৭) *সুবহা-নাল্লা-হ* (৩৩ বার)। *আলহাম্‌দুলিল্লা-হ* (৩৩ বার)। *আল্লাহু-আকবার* (৩৩ বার)। *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা শারীকা লাহূ; লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বাদীর* (১ বার)। **অথবা** *আল্লা-হু আকবার* (৩৪ বার)।

অর্থ: 'পবিত্রতাময় আল্লাহ। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। নেই কোন উপাস্য এক আল্লাহ ব্যতীত; তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী' *(মুসলিম, মিশকত হা/৯৬৬ ও ৯৬৭)*।

(৮) সারগর্ভ দো'আ : *আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিকাংশ সময় এই দো'আ পাঠ করতেন।*

(٨) اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(আল্লা-হুম্মা রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্‌ইয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খিরাতে হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র) **অর্থ:** 'হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে ও আখেরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও'*(বুখারী হা/৪৫২২)*।

(৯) সাইয়িদুল ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দো'আ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,'যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই দো'আ পাঠ করবে, দিনে পাঠ করে রাতে মারা গেলে কিংবা রাতে পাঠ করে দিনে মারা
গেলে, সে জান্নাতী হবে'*(বুখারী, মিশকাত হা/২৩৩৫)*।

(٩) اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لآ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ، فَإِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(আল্লা-হুম্মা আনতা রব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খালাক্বতানী, ওয়া আনা 'আবদুকা ওয়া আনা 'আলা 'আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাত্বা'তু, আ'ঊযুবিকা মিন শার্রি মা ছানা'তু। আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়া ওয়া আবূউ বিযাম্‌বী ফাগফিরলী ফাইন্নাহূ লা ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আনতা)

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি আমার পালনকর্তা। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার দাস। আমি আমার সাধ্যমত তোমার নিকটে দেওয়া অঙ্গীকারে ও প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হ'তে তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আমার উপরে তোমার দেওয়া অনুগ্রহকে

স্বীকার করছি এবং আমি আমার গোনাহের স্বীকৃতি দিচ্ছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার কেউ নেই' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৩৩৫)*।

(১০) আয়াতুল কুরসী :

أَللهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ–

(আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বইয়ূম। লা তা'খুযুহু সিনাতুঁ ওয়ালা নাঊম। লাহূ মা ফিস্ সামা-ওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ্ব। মান যাল্লাযী ইয়াশফা'উ 'ইন্দাহূ ইল্লা বিইযিনিহি। ইয়া'লামু মা বায়না আয়দীহিম ওয়ামা খলফাহুম, ওয়ালা ইউহীতূনা বিশাইয়িম্ মিন 'ইল্‌মিহী ইল্লা বিমা শা-আ; ওয়াসি'আ কুরসিইয়ুহুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরজ্ব; ওয়ালা ইয়াঊদুহূ হিফযুহুমা ওয়া হুওয়াল 'আলিইয়ুল 'আযীম (বাক্বারাহ ২/২৫৫)।

অর্থ: আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক। কোন তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে পাকড়াও করতে পারে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবকিছু তাঁরই মালিকানাধীন। তাঁর হুকুম ব্যতীত এমন কে আছে যে তাঁর নিকটে সুপারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখে ও পিছনে যা কিছু আছে সবকিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞান সমুদ্র হ'তে তারা কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না, কেবল যতটুকু তিনি দিতে ইচ্ছা করেন। তাঁর কুরসী সমগ্র আসমান ও যমীন পরিবেষ্টন করে আছে। আর সেগুলির তত্ত্বাবধান তাঁকে মোটেই শ্রান্ত করে না। তিনি সর্বোচ্চ ও মহান' *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)* ।

ফযিলত: রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক ফরয ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশের জন্য মৃত্যু ব্যতীত আর কোন বাধা থাকে না' *(নাসাঈ কুবরা হা/৯৯২৮, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭২, মিশকাত হা/৯৭৪)*। রাতে শয়নকালে পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার হেফাযতের জন্য একজন ফেরেশতা পাহারায় নিযুক্ত থাকে। যাতে শয়তান তার নিকটবর্তী হ'তে না পারে' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/২১২২-২৩)*।

২২. দো'আয়ে কুনূত : যা বিতর ছালাতে রুকুর পরে বা আগে পড়তে হয়

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ، وَ لاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ (رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي)

(আল্লা-হুম্মাহ্‌দিনী ফীমান হাদায়তা, ওয়া 'আ-ফিনী ফীমান 'আ-ফায়তা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লায়তা, ওয়া বা-রিক্‌লী ফীমা 'আ'ত্বায়তা, ওয়া ক্বিনী শার্‌রা মা ক্বাযায়তা; ফাইন্নাকা তাক্বযী ওয়া লা ইয়ুক্বযা 'আলায়কা, ইন্নাহূ লা ইয়াযিল্লু মাঁও ওয়া-লায়তা, ওয়া লা ইয়া'ইয্‌যু মান্ 'আ-দায়তা, তাবা-রক্‌তা রব্বানা ওয়া তা'আ-লায়তা, ওয়া ছাল্লাল্লা-হু 'আলান্ নাবী)'।

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে সুপথ দেখিয়েছ, আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করে সুপথ দেখাও। যাদেরকে তুমি মাফ করেছ, আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করে মাফ করে দাও। তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছ, তাদের মধ্যে গণ্য করে আমার অভিভাবক হয়ে যাও। তুমি

আমাকে যা দান করেছ, তাতে বরকত দাও। তুমি যে ফায়ছালা করে রেখেছ, তার অনিষ্ট হ'তে আমাকে বাঁচাও। কেননা তুমি সিদ্ধান্ত দিয়ে থাক, তোমার বিরুদ্ধে কেউ সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব রাখ, সে কোনদিন অপমানিত হয় না। আর তুমি যার সাথে দুশমনী কর, সে কোনদিন সম্মানিত হ'তে পারে না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি বরকতময় ও সর্বোচ্চ। আল্লাহ তাঁর নবীর উপরে রহমত বর্ষণ করুন'*(তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/১২৭৩)*।

২৩. জানাযার দো'আ সমূহঃ

(১) প্রথম দো'আঃ

(١) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه)

(আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির লিহাইয়েনা ওয়া মাইয়েতেনা ওয়া শা-হেদেনা ওয়া গা-য়েবেনা ওয়া ছাগীরেনা ওয়া কাবীরেনা ওয়া যাকারেনা ওয়া উন্‌ছা-না, আল্লা-হুম্মা মান আইয়াইতাহূ মিন্না ফাআহ্‌য়িহী 'আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফ্‌ফায়তাহূ মিন্না ফাতাওফ্‌ফাহূ 'আলাল ঈমান। আল্লা-হুম্মা লা তাহ্‌রিমনা আজরাহূ ওয়া লা তাফ্‌তিন্না বা'দাহু)।

অর্থঃ'হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত এবং (এই জানাযায়) উপস্থিত-অনুপস্থিত, ছোট ও বড়, পুরুষ ও নারী সকলকে আপনি ক্ষমা করুন। যাকে আপনি বাঁচিয়ে রাখবেন, তাকে ইসলামের উপরে বাঁচিয়ে রাখুন এবং যাকে মারতে চান, তাকে ঈমানের হালতে মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ! এই মাইয়েতের (জন্য দো'আ করার) উত্তম

প্রতিদান হ'তে আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং তার পরে আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলবেন না'(আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৬৭৫)।

(২) গুরুত্বপূর্ণ অপর দো'আঃ দো'আটি প্রথমটির সাথে যোগ করে পড়া যায় বিশেষভাবে মাইয়েতের উদ্দেশ্যে। যেমন–

٢– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّيْ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ (رواه مسلم)

(আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির লা-হূ ওয়ারহামহু ওয়া 'আ-ফিহি ওয়া'ফু 'আনহু ওয়া আকরিম নুযুলাহূ ওয়া ওয়াস্‌সি' মাদ্‌খালাহূ; ওয়াগ্‌সিলহু বিলমা-এ ওয়াছ্‌ছালজে ওয়াল বারাদে; ওয়া নাক্বক্বিহি মিনাল খাত্বা-য়া কামা ইউনাক্বক্বাছ্‌ ছাওবুল আবইয়াযু মিনাদ্‌ দানাসি; ওয়া আবদিলহু দা-রান খায়রান মিন দা-রিহী ওয়া আহলান খায়রাম মিন আহলিহী ওয়া যাওজান খায়রাম মিন যাওজিহী; ওয়া আদখিল্‌হুল জান্নাতা ওয়া আ'ইয্‌হু মিন 'আযা-বিল ক্বাবরে ওয়া মিন 'আযা-বিন না-রে)।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনি এই মাইয়েতকে ক্ষমা করুন। তাকে অনুগ্রহ করুন। তাকে নিরাপদে রাখুন এবং তার গোনাহ মাফ করুন। আপনি তাকে সম্মানজনক আতিথেয়তা প্রদান করুন। তার বাসস্থান প্রশস্ত করুন। আপনি তাকে পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা ও শিশির দ্বারা ধৌত করুন এবং তাকে পাপ হ'তে এমনভাবে মুক্ত করুন, যেমনভাবে সাদা কাপড় ময়লা হ'তে ছাফ করা হয়। আপনি তাকে দুনিয়ার গৃহের বদলে উত্তম গৃহ দান করুন। তার দুনিয়ার

পরিবারের চাইতে উত্তম পরিবার এবং দুনিয়ার জোড়ার চাইতে উত্তম জোড়া দান করুন। তাকে আপনি জান্নাতে দাখিল করুন এবং তাকে কবরের আযাব হ'তে ও জাহান্নামের আযাব হ'তে রক্ষা করুন'*(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৫৫)*।

(৩) শিশু মাইয়েত দো'আঃ মাইয়েত শিশু হ'লে সূরা ফাতিহা, দরূদ ও জানাযার **১ম** দো'আটি পাঠের পর নিম্নোক্ত দো'আ পড়বে-

٣- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَّ فَرَطًا وَّ ذُخْرًا وَّ أَجْرًا (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

(আল্লা-হুম্মাজ'আলহু লানা সালাফাওঁ ওয়া ফারাত্বাওঁ ওয়া যুখ্‌রাওঁ ওয়া আজরান'। 'লানা'-এর সাথে 'ওয়া লে আবাওয়াইহে') (এবং তার পিতা-মাতার জন্য) যোগ করে বলা যেতে পারে।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনি এই শিশুকে আমাদের জন্য (এবং তার পিতা-মাতার জন্য) পূর্বগামী, অগ্রগামী এবং আখেরাতের পুঁজি ও পুরস্কার হিসাবে গণ্য করুন'! *(বুখারী, মিশকাত হা/১৬৯০)*।

২৪. মৃত্যুর পরের দো'আ সমূহ

(১) মৃত্যু সংবাদ শুনে সকলে পড়বেঃ إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ *(ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহে রা-জে'ঊন)* 'আমরা সবাই আল্লাহ্‌র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী'*(বাক্বারাহ ২/১৫৬)*।

(২) মাইয়েতের নিকটতম ব্যক্তি পড়বেঃ اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا (رواه مسلم) *(আল্লা-হুম্মা আজিরনী ফী মুছীবাতী ওয়া আখলিফ্‌লী খায়রাম মিনহা)* 'হে আল্লাহ! আমাকে বিপদে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা দান কর এবং আমাকে এর উত্তম প্রতিদান দাও'*(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৮)*।

(৩) মাইয়েতে লাশ কবরে রাখার দো'আঃ بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

(বিসমিল্লাহি ওয়া আ'লা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ) **অর্থঃ** আল্লাহর নামে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিল্লাতের উপর (লাশকে রাখছি)'*(আহমাদ হা/৪৮১২, ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩১০৯)*।

২৫. দাফনের পর পঠিতব্য দো'আ :

(১) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَثَبِّتْهُ *(আল্লা-হুম্মাগফির লাহূ ওয়া ছাব্বিতহু)* 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন ও তাকে দৃঢ় রাখুন'।

(২) اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ *(আল্লা-হুম্মা ছাব্বিতহু বিল ক্বাউলিছ ছা-বিত)* 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে কালেমা শাহাদাত দ্বারা সুদৃঢ় রাখুন'।

২৬. খাবার খাওয়া সম্পর্কীয় দো'আ সমূহঃ

(১) খাওয়া শুরুর দো'আঃ بِسْمِ اللّٰهِ *(বিসমিল্লাহ)* **অর্থঃ** 'আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি'*(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৫৯)*।

(২) খাওয়া শুরুতে দো'আ পড়তে ভুলে গেলেঃ بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ *(বিসমিল্লাহি আওয়ালু ওয়া আখীরাহু)* **অর্থঃ** 'আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, প্রথম ও শেষ'*(তিরমিযী, আবু দাউদ, হা/৪২০২)*।

(৩) খাওয়া শেষের দো'আঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *(আলহামদুলিল্লাহ)* **অর্থঃ** 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য'*(মুসলিম, মিশকাত হা/৪২০০)*।

(৪) খাওয়া শেষের অন্যান্য দো'আ : খাওয়া শেষে '*আলহামদুলিল্লাহ*' ছাড়াও নিম্নোক্ত দো'আগুলি পাঠ করা যায়-

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ (رواه الترمذي وأبوداود)

(আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আত্ব'আমানী হা-যা ওয়া রাঝাক্বানীহি মিন গায়রে হাওলিম মিন্নী ওয়ালা ক্বুউওয়াতিন) **অর্থঃ**'সেই আল্লাহ্‌র জন্য

সকল প্রশংসা, যিনি আমাকে আমার ক্ষমতা ও শক্তি ছাড়াই এই খাবার খাইয়েছেন এবং এই রূযী দান করেছেন'*(তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৩৪৩)*।

(২) اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ (رواه الترمذي وأبوداود)

(আল্লা-হুম্মা বা-রিক লানা ফীহি ওয়া আত্ব'ইমনা খায়রাম মিনহু) **অর্থ:**'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য এই খাদ্যে বরকত দাও এবং আমাদেরকে এর চাইতে উত্তম খাদ্য খাওয়াও'*(আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪২৮৩)*।

(৫) খাওয়া শেষে প্লেট বা দস্তারখানা উঠানোর দো'আ:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ *(আলহামদুলিল্লা-হি হামদান কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহি)* **অর্থ :** 'আল্লাহ্র জন্য যাবতীয় প্রশংসা, যা অগণিত, পবিত্র ও বরকত মন্ডিত'*(তিরমিযী, আবু দাউদ, হা/৪২৮৩)*।

(৬) মেযবানের জন্য দো'আ:

اَللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ (١)

(আল্লা-হুম্মা আত্ব'ইম মান আত্ব'আমানী ওয়াসক্বি মান সাক্বা-নী)

অর্থ:'হে আল্লাহ! তুমি তাকে খাওয়াও যিনি আমাকে খাইয়েছেন এবং তাকে পান করাও যিনি আমাকে পান করিয়েছেন'*(মুসলিম হা/৫৪৮৩)*।

(২) اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

(আল্লা-হুম্মা বা-রিক লাহুম ফীমা রাঝাক্বতাহুম ওয়াগফির লাহুম ওয়ারহামহুম) **অর্থ:** 'হে আল্লাহ! তুমি তাদের যে রূযী দান করেছ, তাতে প্রবৃদ্ধি দান কর। তুমি তাদের ক্ষমা কর ও তাদের উপর রহম কর'*(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩১৫)*।

(৭) খাবার ও পানীয়পাত্র ঢাকার দো'আ: بِسْمِ اللّٰهِ *(বিসমিল্লাহ)*

অর্থ: 'আল্লাহ্র নামে শুরু করছি'*(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৫৯)*।

২৭. ঘুমের দো'আ : (১) ঘুমানোর সময় ডান কাতে শুয়ে বলবে: اَللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا (رواه البخاري) *(আল্লা-হুম্মা বিস্‌মিকা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া)* **অর্থ:** 'হে আল্লাহ! তোমার নামে আমি মরি ও বাঁচি'। **অর্থাৎ** তোমার নামে আমি শয়ন করছি এবং তোমারই দয়ায় আমি পুনরায় জাগ্রত হব *(বুখারী, মিশকাত হা/২৩৮২)*।

(২) ঘুম থেকে ওঠার সময় বলবে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ (رواه البخاري)

(আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আহইয়া-না বা'দা মা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর)

অর্থ: 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দানের পর জীবিত করলেন এবং ক্বিয়ামতের দিন তাঁর দিকেই হবে আমাদের পুনরুত্থান'*(বুখারী হা/৬৩১২)*।

২৮. পড়া-লেখা শুরু করার দো'আ : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *(বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম)* **অর্থ:** পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি) *(বুখারী হা/৭, মুসলিম হা/৯১৮)*।

২৯. জ্ঞান বৃদ্ধির দো'আ : (١) رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا *(রব্বি ঝিদ্‌নী ইল্‌মান)*

অর্থ: 'হে প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও' *(ত্বো'হা: ২০/১১৪)*।

(২) رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ، وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِيْ، يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ

(রব্বিশরাহ্‌লী ছাদ্‌রী, ওয়া ইয়াসসিরলী আম্‌রী, ওয়াহ্‌লুল উক্বদাতাম মিল লিসা-নী ইয়াফক্বাহূ ক্বাওলী)

অর্থঃ'হে আমার প্রভু! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও। আমার করণীয় কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও। আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দাও, যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে' *(ত্বো'হা: ২০/২৫-২৮)*।

৩০. পড়া-লেখা, বৈঠক বা কুরআন তেলাওয়াত শেষের দো'আঃ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَآ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

(رواه الترمذي والبيهقي وأبو داود)

(সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা, লা ইলা-হা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা)'।

অর্থ : 'মহা পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি) *(তিরমিযী, বায়হাক্বী, আবু দাউদ, মিশকাত হা/২৪৩৩)*।

৩১. কুশলাদী বিনিময়ের দো'আ :

(১) কাউকে সালাম প্রদানের সময় বলতে হয়ঃ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ (رواه أبو داود والنسائي والترمذي)

(আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হ) **অর্থ :** 'আপনার (বা আপনাদের) উপর শান্তি ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বর্ষিত হৌক'*(আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৫০)*।

(২) সালামের জবাবে বলতে হয়ঃ وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ *(ওয়া আলাইকুমুস সালা-মু ওয়া রাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহূ)*

অর্থঃ 'আপনার (বা আপনাদের) উপরেও শান্তি এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া সমূহ বর্ষিত হৌক'(ছহীহা, মিশকাত হা/ ৪২৪৯)।

(৩) কুশল জিজ্ঞাসা করলে বলতে হয়ঃ اَلْحَمْدُ لِلهِ *(আলহামদুলিল্লা-হ)* অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য *(ইবরাহীম ১৪/৩৯, বুখারী হা/৩৩৬৪)* ।

৩২. কেউ দো'আ চাইলে তার জন্য দো'আ :

(১) اَللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ *(আল্লা-হুম্মা আকছির মা-লাহু ওয়া ওয়ালাদাহু, ওয়া বা-রিক লাহু ফীমা আ'ত্বায়তাহু)* **অর্থঃ** 'হে আল্লাহ! তুমি তার মাল ও সন্তানাদি বাড়িয়ে দাও এবং তাকে তুমি যা কিছু দিয়েছ, তাতে বরকত দাও'*(বুখারী হা/৬৩৩৪)*।

(২) بَارَكَ اللهُ فِىْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ *(বা-রাকাল্লা-হু ফী আহলিকা ওয়া মা-লিকা)* **অর্থঃ** 'আল্লাহ আপনার পরিবারে ও সম্পদে বরকত দান করুন'*(নাসাঈ, মিশকাত হা/২৯২৬)*।

৩৩. হাঁচির সম্পর্কিত দো'আ :

(১) হাঁচি দিলে বলবেঃ اَلْحَمْدُ لِلهِ. *(আলহামদুলিল্লা-হ)* **অর্থঃ** 'আল্লাহ্‌র জন্য যাবতীয় প্রশংসা'*(বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৩৩)*।

(২) হাঁচির জবাবে বলবেঃ يَرْحَمُكَ اللهُ. *(ইয়ারহামুকাল্লা-হ)* **অর্থঃ** 'আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন'*(বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৩৩)*।

(৩) হাঁচির জবাব শুনে বলবেঃ يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ *(ইয়াহ্‌দীকুমুল্লা-হু ওয়া ইউছলিহু বা-লাকুম)* **অর্থ :** 'আল্লাহ আপনাকে (বা আপনাদেরকে) হেদায়াত করুন এবং আপনার (বা আপনাদের) সংশোধন করুন'*(বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৩৩)*।

৩৪. মঙ্গলজনক কিছু দেখলে বা শুনলে বলবেঃ

اَلْحَمْدُ لِلهِ '*আলহামদুলিল্লা-হ (বুখারী)*।

৩৫. পসন্দনীয় কিছু দেখলে বা শুনলে বলবেঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ *(আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী বিনি'মাতিহি তাতিম্মুছ ছা-লিহা-ত)* **অর্থঃ** 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যার অনুগ্রহে সকল শুভ কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৮০৩)*।

৩৬. অপসন্দনীয় কিছু দেখলে বা শুনলে বলবেঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ *(আলহামদুলিল্লা-হি 'আলা কুল্লে হা-ল)* **অর্থঃ**'সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৮০৩)*।

৩৭. বিস্ময়কর কিছু দেখলে বা শুনলে বলবেঃ سُبْحَانَ اللهِ *(সুবহা-নাল্লা-হ)* **অর্থঃ**'মহাপবিত্র তুমি হে আল্লাহ!'। **অথবা,** اَللهُ أَكْبَرُ *(আল্লা-হু আকবার)* **অর্থঃ**'আল্লাহ সবার চেয়ে বড়' *(বুখারী হা/৬২১৮)*।

৩৮. ভয়ের কারণ ঘটলে বলবেঃ لَآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ *'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'* আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।

৩৯. দুঃখ বা সংকটের সম্মুখীন হলে বলবেঃ

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ

(ইয়া হাইয়ু ইয়া ক্বাইয়ূমু বিরাহমাতিকা আস্তাগীছ) **অর্থঃ**'হে চিরঞ্জীব! হে বিশ্বচরাচরের ধারক! আমি আপনার রহমতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৫৪)*। *আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন কোন দুঃখ বা সংকটের সম্মুখীন হতেন, তখন এই দো'আটি পড়তেন'।*

৪০. দুঃখজনক কিছু দেখলে, ঘটলে বা শুনলে বলবেঃ إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ *(ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহে রা-জে'উন)* **অর্থঃ**'আমরা

সবাই আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী' *(বাক্বারাহ ২/১৫৬)*।

৪১. নিজের ব্যাপারে দুঃখজনক কিছু হ'লে বলবেঃ اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا (رواه مسلم) *(আল্লা-হুম্মা আজিরনী ফী মুছীবাতী ওয়া আখলিফলী খায়রাম মিনহা)* **অর্থঃ**'হে আল্লাহ! এই বিপদে তুমি আমাকে আশ্রয় দাও এবং আমাকে এর উত্তম বিনিময় দান কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৮)*।

৪২. ক্ষতিকর বস্তু থেকে বাঁচার জন্য দো'আঃ

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (رواه مسلم) *(আ'ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তাম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব)* **অর্থঃ**'আমি আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির যাবতীয় অনিষ্টকারিতা হ'তে পানাহ চাচ্ছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২২)*।

৪৩. শত্রুর ভয় থাকলে পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ (رواه أحمد وأبو داود) *(আল্লা-হুম্মা ইন্না নাজ'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'ঊযুবিকা মিন শুরূরিহিম)* **অর্থঃ**'হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে ওদের মুকাবিলায় পেশ করছি এবং ওদের অনিষ্ট সমূহ হ'তে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি' *(আহমাদ, আবুদাউদ, মিশকাত হা/২৪৪১)*।

৪৪. বিপদের সময় এই দো'আ দো'আ পড়তে হয়ঃ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ *(লা ইলা-হা ইল্লা আনতা সুবহা-নাকা ইন্নী কুনতু মিনায যা-লিমীন)* **অর্থঃ** '(হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি মহা পবিত্র। আমি যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছি' *(সূরা আম্বিয়া ২১/৮৭)*।

৪৫. রোগী পরিচর্যার দো'আঃ

(১) রোগীর মাথায় ডান হাত রেখে বা দেহে ডান হাত বুলিয়ে পড়বেঃ

(١) أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَّ يُغَادِرُ سَقَمًا

(আয্হিবিল বা'সা, রব্বান না-সে! ওয়াশ্ফি, আনতাশ শা-ফী, লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা, শিফা-আল লা ইউগা-দিরু সাক্বামা) **অর্থঃ** 'কষ্ট দূর কর হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্য দানকারী। কোন আরোগ্য নেই তোমার দেওয়া আরোগ্য ব্যতীত; যা কোন রোগীকে ধোঁকা দেয় না' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩০)*।

(২) لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَآءَ اللهُ *(লা বা'সা ত্বহূরুন ইনশা-আল্লাহ)*

অর্থঃ 'কষ্ট থাকবে না, আল্লাহ চাহে তো দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৫২৯)*।

(২) দেহের ব্যথাতুর স্থানে (ডান) হাত রেখে রোগী তিনবার *'বিসমিল্লাহ'* বলবে। অতঃপর সাতবার নিম্নের দো'আটি পাঠ করবেঃ

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِه مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ *(আ'ঊযু বি'ইযযাতিল্লা-হি ওয়া ক্বুদরাতিহি মিন শার্রি মা আজিদু ওয়া উহা-যিরু)* 'আমি যে ব্যথা ভোগ করছি ও যে ভয়ের আশংকা করছি, তার অনিষ্ট হ'তে আমি আল্লাহ্র সম্মান ও শক্তির আশ্রয় প্রার্থনা করছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩৩)*।

৪৬. অথবা সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ে দু'হাতে ফুঁক দিয়ে রোগী নিজে অথবা তার হাত ধরে অন্য কেউ যতদূর সম্ভব সারা দেহে বুলাবে।

৪৭. ঝড়ের সময় দো'আঃ

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَ شَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ (متفق عليه)

(আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মা ফীহা ওয়া খায়রা মা উরসিলাত বিহী; ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন শার্রিহা ওয়া শার্রি মা ফীহা ওয়া শার্রি মা উরসিলাত বিহী) **অর্থঃ**'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে এর কল্যাণ, এর মধ্যকার কল্যাণ ও যা নিয়ে এটি প্রেরিত হয়েছে, তার কল্যাণ সমূহ প্রার্থনা করছি এবং আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এর অকল্যাণ হ'তে, এর মধ্যকার অকল্যাণ হ'তে এবং যা নিয়ে এটি প্রেরিত হয়েছে, তার অকল্যাণ সমূহ হ'তে' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৫১৩)*।

৪৮. বজ্রের আওয়ায শুনে দো'আ :

سُبْحَانَ الَّذِىْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلآئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ، (رواه مالك)

(সুবহা-নাল্লাযী ইয়ুসাব্বিহুর রা'দু বিহামদিহী ওয়াল মালা-ইকাতু মিন খীফাতিহি) **অর্থঃ**'মহা পবিত্র সেই সত্তা যাঁর গুণগান করে বজ্র ও ফেরেশতাম্ডলী সভয়ে' *(মালেক, মিশকাত হা/১৫২২)*।

৪৯. বৃষ্টির সময় এই দো'আ পড়তে হয়ঃ

اَللَّهُمَّ صَيِّبًا نَّافِعًا (رواه البخاري *(আল্লা-হুম্মা ছাইয়িবান্ না-ফি'আন)*

অর্থঃ'হে আল্লাহ! মুষলধারায় কল্যাণকর বৃষ্টি দাও *(বুখারী, মিশকাত হা/১৫০০)*।

৫০. অতি বৃষ্টি বন্ধের জন্য এই দো'আ পড়তে হয়ঃ

أَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ (متفق عليه)

(আল্লা-হুম্মা হাওয়া-লায়না ওয়ালা আলাইনা, আল্লা-হুম্মা 'আলাল আকা-মি ওয়াল্ জিরা-বি ওয়া বুতুনিল্ আওদিইয়াতি ওয়া মানা-বিতিশ্ শাজারি) **অর্থঃ** হে আল্লাহ! আমাদেও আশে পাশে বৃষ্টি বর্ষণ কর, আমাদেও উপওে করিও না। হে আল্লাহ! টিলা, পাহাড়, উচ্চভূমি, মালভূমি, উপত্যকা এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ কর *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৫৯০২)*।

৫১. বৃষ্টি চেয়ে এই দো'আ পড়তে হয়ঃ

أَللَّهُمَّ أَغِثْنَا ، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا ، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ ، رواه مسلم)

(আল্লা-হুম্মা আগিছনা, আল্লা-হুম্মা আগিছনা, আল্লা-হুম্মা আগিছনা)

অর্থঃ'হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দাও। হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দাও। হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দাও'*(বুখারী হা/১০১৪, মুসলিম হা/৮)*।

৫২. *ঝড়-বৃষ্টির ঘনঘটায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস সকালে ও সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়তে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, এগুলিই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে অন্য সবকিছু থেকে'।*

৫৩. ভূমিকম্প বা যে কোন আকস্মিক বিপদে বলবেঃ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ *(লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ)* **অর্থঃ** 'নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত'।

/ অথবা বলবেঃ *(আল্লা-হুম্মা হাওয়া-লায়না অলা 'আলায়না)*

অর্থঃ'হে আল্লাহ! আমাদের থেকে ফিরিয়ে নাও। আমাদের উপর দিয়ো না'।

/ অথবা বলবেঃ اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ (متفق عليه) *(আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন জাহদিল বালা-ই, ওয়া দারাকিশ শাক্বা-ই, ওয়া সূ'ইল ক্বাযা-ই ওয়া শামা-তাতিল আ'দা-ই)* **অর্থঃ**'হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি অক্ষমকারী বিপদের কষ্ট হ'তে, দুর্ভোগের আক্রমণ

হ'তে, মন্দ ফায়ছালা হ'তে এবং শত্রুর খুশী হওয়া থেকে'*(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৫৭)*।

৫৪. নতুন কাপড় পরিধানকালে দো'আ :

اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلاَ قُوَّةٍ

(আলহাম্দুলিল্লা-হিল্লাযি কাসা-নী হা-যা ওয়া রাঝাক্বানীহি মিন গায়রে হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুওয়াতিন) **অর্থঃ** 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। যিনি আমার কোন ক্ষমতা ও শক্তি ছাড়াই আমাকে এই কাপড় পরিধান করিয়েছেন ও এটি প্রদান করেছেন'।

৫৫. নতুন চাঁদ দেখার দো'আঃ

اَللهُ أَكْبَرُ اَللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالْإِسْلاَمِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللهُ (رواه الترمذي)

(আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহূ 'আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ঈমা-নি, ওয়াস্সালা-মাতি ওয়াল ইসলা-মি, ওয়াততাওফীক্বি লিমা তুহিব্বু ওয়া তারযা; রব্বী ওয়া রব্বুকাল্লা-হ)।

অর্থঃ 'আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের উপরে চাঁদকে উদিত করুন শান্তি ও ঈমানের সাথে, নিরাপত্তা ও ইসলামের সাথে এবং আমাদেরকে ঐ সকল কাজের ক্ষমতা দানের সাথে, যা আপনি ভালবাসেন ও যাতে আপনি খুশী হন। (হে চন্দ্র!) আমার ও তোমার প্রভু আল্লাহ'*(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩২৮)*।

৫৬. ছিয়াম বিষয়ে দো'আ সমূহঃ

(১) ইফতারের দো'আঃ بِسْمِ اللهِ *(বিসমিল্লা-হ)* 'আল্লাহ্র নামে শুরু করছি'*(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৫৯)*।

(২) ইফতার শেষে দো'আঃ اَلْحَمْدُ لِلهِ *(আলহামদুলিল্লা-হ)* 'আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা'*(মুসলিম, মিশকাত হা/৪২০০)*। **তারপর এই**

দো'আটি বলবে, ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَآءَ اللهُ (رواه أبو داود) *(যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূক্ব ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লাহ)* 'তৃষ্ণা দূর হ'ল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হ'ল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরস্কার নিশ্চিত হ'ল'*(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৯৩)*।

৫৭. লাইলাতুল ক্বদরের দো'আঃ রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে এই দো'আটি পাঠ করবে, اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي *(আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তুহেব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী)*

অর্থঃ'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা কর'*(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২০৯১)*।

৫৮. বাড়িতে প্রবেশের দো'আ :.بِسْمِ اللهِ *(বিসমিল্লা-হি)*

(আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাল মাওলিজি ওয়া খাইরাল মাখরিজি, বিসমিল্লা-হি ওয়ালাজনা ওয়া আলাল্লা-হি রাব্বিনা তাওয়াক্কাল্না)

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আগমন ও নির্গমনের মঙ্গল চাই। তোমার নামেই আমরা প্রবেশ করি ও বের হই। আমাদের প্রভু আল্লাহর উপর ভরসা করলাম *(আবু দাউদ,মিশকাত হা/ ২৩৩১)*।

৫৮. সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দো'আ :

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لآ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ..–

(আল্লাহু আকবার (৩ বার)। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আ-য়িবূনা তা-য়িবূনা 'আ-বিদূনা সা-জিদূনা লিরব্বিনা হা-মিদূনা।

অর্থ : 'আল্লাহ সবার চেয়ে বড় (তিনবার), আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা কেবল তাঁর জন্যই। তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তন করলাম তওবাকারী, ইবাদতকারী, সিজদাকারী এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী রূপে...'।

অতঃপর পরিবহন থেকে নামার সময় বলবে *'সুবহানাল্লাহ'(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০৮)।*

৬০. বিদায়কালে পরস্পরের উদ্দেশ্যে এই দো'আ পড়িতে হয়ঃ

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَآخِرَ عَمَلِكُمْ (رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه)

(আসতাওদি'উল্লা-হা দীনাকুম ওয়া আমা-নাতাকুম ওয়া খাওয়া-তীমা আ'মা-লিকুম) **অর্থঃ** আমি (আপনার বা আপনাদের) দ্বীন ও আমানত সমূহ এবং শেষ আমল সমূহকে আল্লাহ্ও হেফাযতে ন্যস্ত করলাম।*(তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৩৫)।*

***

চতুর্থ অধ্যায়

আক্বিদা শিক্ষা

চারটি কালেমা :

(১) কালেমায়ে ত্বাইয়েবাহ :

لَآ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ (متفق عليه) *(লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ)*

অর্থ:'নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ছাড়া'*(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৫)।*

(২) কালেমায়ে শাহাদাত :

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه (متفق عليه)

(আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ)।

অর্থ : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ছাড়া এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল'*(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৯০৯)।*

(৩) কালেমায়ে তাওহীদ :

لَآ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَآ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَيٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (متفق عليه)

(লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বাদীর)।

অর্থ: 'নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ছাড়া, যিনি একক; যার কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা।

তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাবান'*(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬২)*।

(৪) কালেমায়ে তামজীদ :

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَآ اِلَهَ اِلاَّاللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلَآحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ (رواه أبو داود والنسائي)

(সুবহা-নাল্লা-হে ওয়াল হামদু লিল্লা-হে ওয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ)।

অর্থ: 'সকল পবিত্রতা ও সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ছাড়া। আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। নেই কোন ক্ষমতা নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত'*(আবু দাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৮৫৮)*।

ঈমান

'ঈমান' অর্থ নিশ্চিন্ত বিশ্বাস। হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম হ'ল 'ঈমান', যা আনুগত্যে বৃদ্ধি পায় ও গোনাহে হ্রাস পায়। বিশ্বাস হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা।

ঈমানের ভিত্তি ছয়টি। যাকে ঈমানে মুফাছছাল বা বিস্তারিত ঈমান বলা হয়।

اٰمَنْتُ بِاللهِ وَمَلَآئِكَتِهِ وَكُتُبِه وَرُسُلِه وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِه وَشَرِّه مِنَ اللهِ تَعَالِيَ (رواه مسلم)

অনুবাদ : 'আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম (১) আল্লাহ্র উপরে (২) তাঁর ফেরেশতাগণের উপরে (৩) তাঁর প্রেরিত কিতাব সমূহের উপরে (৪) তাঁর রাসূলগণের উপরে (৫) ক্বিয়ামত দিবসের উপরে এবং (৬) আল্লাহ্র পক্ষ

হ'তে নির্ধারিত তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপরে'(মুসলিম, ছহীহা, মিশকাত হা/২)।

ঈমানে মুজমাল বা 'বিশ্বাসের সারকথা' হ'ল নিম্নরূপঃ

اٰمَنْتُ بِاللهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَآءِه وَصِفَاتِه وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِه وَ اَرْكَانِهِ–

অনুবাদঃ 'আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহ্র উপরে যেমন তিনি, তাঁর যাবতীয় নাম ও গুণাবলী সহকারে এবং আমি কবুল করলাম তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ ও ফরয-ওয়াজিব সমূহকে'।

তাওহীদ

তাওহীদ অর্থ : আল্লাহ্র নির্ভেজাল একত্ববাদকে 'তাওহীদ' বলা হয়। যা তিন প্রকার :

(১) **তাওহীদে রবূবিয়াত**। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে আল্লাহ্র একত্ব।

(২) **তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত**। অর্থাৎ আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর একত্ব। মূল নাম 'আল্লাহ'। এছাড়াও আল্লাহ্র শতাধিক গুণবাচক নাম রয়েছে। যাকে 'আসমাউল হুস্না' বলা হয়।

(৩) **তাওহীদে ইবাদত**। অর্থাৎ সর্ব প্রকার ইবাদত ও দাসত্বের জন্য আল্লাহকে একক গণ্য করা। আল্লাহ্র জন্য সর্বাধিক ভালোবাসা ও ভীতিসহ আনুগত্য পেশ করাকে 'ইবাদত' বলা হয়।

বস্তুতঃ তাওহীদে ইবাদত না থাকলে কেউ প্রকৃত মুসলিম হ'তে পারে না। জিন ও ইনসান সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য এটাই।

শিরক

শিরক অর্থ : শরীক করা।

পারিভাষিক অর্থ : আল্লাহ্র সত্তা অথবা গুণাবলীর সাথে অন্যকে শরীক করা। 'মুশরিক' অর্থ: অংশীবাদী বা আল্লাহ্র সাথে শরীক নির্ধারণকারী। **কাফির ও মুশরিক-এর মধ্যে পার্থক্য** এই যে, কাফির আল্লাহকে জেনেও তা গোপন করে ও অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে মুশরিক আল্লাহকে স্বীকার করে ও তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে। তাওহীদের বিপরীত হ'ল শিরক। শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ *(নিসা ৪৮, ১১৬)*। মুশরিকের জন্য জান্নাত হারাম *(মায়েদাহ ৭২)*।

শিরক প্রধানত দুই প্রকার : (১) 'শিরকে আকবার' বা বড় শিরক। (২) 'শিরকে আছগার' বা ছোট শিরক।

শিরকে আকবার : যেমন-

(১) আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী মনে করা।

(২) অন্যের নামে যিকর করা বা ধ্যান করা ইত্যাদি।

(৩) সৃষ্টি জগতের পরিচালনায় অন্য কাউকে শরীক গণ্য করা।

(৪) আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সিজদা করা।

(৫) অন্যের নামে যবহ করা।

(৬) কবরপূজা, মূর্তিপূজা করা ইত্যাদি।

(৭) কারো সম্মানে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা।

(৮) শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, ছবি মূর্তি ইত্যাদিকে সম্মান করা ও ফুলের মালা দেওয়া।

(৯) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত বিধানের বাইরে কোন ইমাম, মুফতী, পীর-আউলিয়া বা শাসনকর্তার আদেশ-নিষেধ ও বিধানের প্রতি অধিক ভালোবাসা রাখা ও তদনুযায়ী আমল করা ইত্যাদি।

শিরকে আছগার : যেমন-

(১) রিয়া বা লোক দেখানো আমল করা।

(২) যদি এই কুকুরটা না থাকত, তাহ'লে আমাদের কাছে চোর আসত' -এরূপ অন্যের প্রতি ভরসা মূলক বলা।

(৩) 'যদি আল্লাহ না থাকতেন ও অমুক না থাকত'-এরূপ বলা ইত্যাদি।

বিদ'আত

বিদ'আত অর্থ : নতুন সৃষ্টি, যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই।

শারঈ অর্থে : 'আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে দ্বীনের মধ্যে নতুন কোন প্রথা চালু করা, যা শরী'আতের কোন ছহীহ দলীলের উপরে ভিত্তিশীল নয়'। আভিধানিক অর্থে 'বিদ'আত' কথাটি ভাল ও মন্দ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হ'লেও শারঈ পরিভাষায় এটি মন্দ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সকল বিদ'আতই ভ্রষ্টতা এবং সকল ভ্রষ্টতার পরিণামই জাহান্নাম'। প্রচলিত অর্থে: সুন্নাতের বিপরীতকে বিদ'আত বলা হয়।

হাদীছ ও সুন্নাহ

হাদীছ অর্থ : বাণী। **পারিভাষিক অর্থে** 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও মৌনসম্মতিকে 'হাদীছ' বলা হয়'।

সুন্নাহ্র আভিধানিক অর্থ : দাগ। ছুরি ধার করার উদ্দেশ্যে পাথরের উপর বারবার ঘর্ষণের ফলে সেখানে যে দাগ পড়ে যায়, সেটাই 'সুন্নাহ'। নিয়মিতভাবে কোন কাজ করলে তাকে 'সুন্নাহ' বলা হয়।

পারিভাষিক অর্থ: রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শরী'আত বিষয়ক সকল কথা, কর্ম ও মৌনসম্মতিকে 'সুন্নাহ' বলে। প্রচলিত অর্থে সুন্নাহ বলতে 'সুন্নাতে নববী' বা 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত' বুঝানো হয়।

হাদীছ ও সুন্নাহ্র বিষয়বস্তু এক এবং সবকিছুই হাদীছ-এর মাধ্যমে শাব্দিক রূপ লাভ করেছে। ফলে হাদীছ ও সুন্নাহ্র মধ্যে আভিধানিক অর্থে কিছু পার্থক্য থাকলেও পারিভাষিক ও প্রায়োগিক অর্থে কোন পার্থক্য নেই। কারণ হাদীছ যখন কর্মে বাস্তবায়িত হয়, তখন তা সুন্নাতে রূপ লাভ করে। সেকারণ আহলুল হাদীছ ও আহলুল সুন্নাহ বাস্তবে একই অর্থ প্রকাশ করে।

তাক্বদীর

'তাক্বদীর' অর্থ ভাগ্য। যা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। তাক্বদীরের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অংশ। মানুষের জীবন-মৃত্যু, জীবিকা, আমল, জান্নাতী বা জাহান্নামী ইত্যাদি বিষয় আল্লাহ নির্ধারণ করে দেন। তাই এগুলির উপরে বিশ্বাস রেখে মানুষকে সাধ্যমত সৎআমল করতে হয়। ভাগ্যকে অস্বীকার করলে সে মুমিন থাকে না।

রিসালাত

'রিসালাত' বলতে নবী-রাসূলগণের আগমন ও তাঁদের উপরে আল্লাহ প্রদত্ত মহান দায়িত্বকে বুঝায়। আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করে তাদের হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। প্রথম মানব ও প্রথম নবী আদম (আঃ) থেকে শেষ নবী

ও রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত এক লক্ষ চব্বিশ হাযার নবী ও রাসূল পৃথিবীতে আগমন করেছেন। তাঁদের প্রতি ঈমান আনা সকল মুমিনের উপরে অবশ্য কর্তব্য। আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) হ'লেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল (ছাঃ)। তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য করা জান্নাত লাভের মাধ্যম। তাঁর অনুসরণ না করে কেউ ঈমানদার হ'তে পারে না। তেমনি তাঁর দেখানো পদ্ধতিতে আমল না করলে আমলও কবুল হয় না।

আখেরাত

'আখেরাত' অর্থ পরকাল। মানুষের ইহজীবনের শেষেই পরজীবনের শুরু। মৃত্যুর পরে মানুষকে যখন কবরে রাখা হয়, তখন থেকেই তার আখেরাতের জীবন শুরু হয়। দুনিয়াতে ভাল কাজ করলে পরকালে জান্নাত লাভ করা যায়। আর দুনিয়াতে মন্দ বা পাপ কাজ করলে পরকালে জাহান্নামে যেতে হয়। কবর থেকেই মানুষ তার সৎকাজ ও অসৎ কাজ বা নেকী ও পাপের ফল লাভ করতে শুরু করে। দুনিয়ার জীবন অস্থায়ী। পরকাল বা আখেরাতের জীবন স্থায়ী।

এ দুনিয়া এক সময় ধ্বংস হয়ে যাবে। যাকে বলা হয় ক্বিয়ামত। ক্বিয়ামতের পরে মানুষকে কবর থেকে উঠানো হবে। অতঃপর এক ময়দানে একত্রিত করা হবে, যাকে 'হাশর' বলা হয়। সেখানে মানুষের ভাল-মন্দ কাজের হিসাব নেওয়া হবে। তারপর ভাল কাজের বিনিময়ে মানুষ জান্নাত লাভ করবে এবং মন্দ কাজের বিনিময়ে জাহান্নামে যাবে। জান্নাত অশেষ শান্তির স্থান এবং জাহান্নাম কঠিন শাস্তি ও দুঃখের স্থান।

পঞ্চম অধ্যায়

মাসায়েল শিক্ষা

(১) ছালাতের পরিচয় :

'ছালাত' অর্থ দো'আ, রহমত, ক্ষমা প্রার্থনা করা ইত্যাদি। দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা ফরয। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের নাম সমূহ হচ্ছে- (১) ফজর (২) যোহর (৩) আছর (৪) মাগরিব ও (৫) এশা। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে দিনে-রাতে মোট ১৭ রাক'আত ফরয এবং ১২ অথবা ১০ রাক'আত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ আদায় করতে হয়। ৭ বছর বয়স থেকেই ছালাত আদায় শুরু করতে হয়।

(২) ওযূ :

'ওযূ' অর্থ স্বচ্ছতা। পবিত্র পানি দ্বারা শারঈ পদ্ধতিতে হাত, মুখ, পা ধৌত করা ও মাথা মাসাহ করাকে 'ওযূ' বলে।

ওযূর ফরয :

ওযূর ফরয চারটি। ১. কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া ও নাক ঝাড়া সহ সম্পূর্ণ মুখমন্ডল ভালভাবে ধৌত করা। ২. দুই হাত কনুই সহ ধৌত করা, ৩. কানসহ মাথা মাসাহ করা ও ৪. দুই পা টাখনু সহ ধৌত করা।

ওযূ করার পদ্ধতি :

নিম্নোক্ত ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ওযূ করতে হবে।

(১) প্রথমে মনে মনে ওযূর নিয়ত করবে।

(২) 'বিসমিল্লাহ' বলবে।

(৩) ডান হাতে পানি নিয়ে দুই হাত কব্জি সহ ধুবে এবং আঙ্গুল সমূহ খিলাল করবে।

(৪) ডান হাতে পানি নিয়ে ভালভাবে কুলি করবে ও প্রয়োজনে নতুন পানি নিয়ে নাকে দিয়ে বাম হাতে ভালভাবে নাক ঝাড়বে।

(৫) কপালের গোড়া থেকে দুই কানের লতী হয়ে থুৎনীর নীচ পর্যন্ত পুরা মুখমন্ডল ধৌত করবে ও দাড়ি খিলাল করবে। এজন্য এক অঞ্জলি পানি নিয়ে থুৎনীর নীচে দিবে।

(৬) প্রথমে ডান ও পরে বাম হাত কনুই সহ ধুবে।

(৭) পানি নিয়ে দু'হাতের ভিজা আংগুলগুলি মাথার সম্মুখ হ'তে পিছনে ও পিছন হ'তে সম্মুখে বুলিয়ে একবার পুরা মাথা মাসাহ করবে। একই সাথে ভিজা শাহাদাত আংগুল দ্বারা কানের ভিতর অংশে ও বুড়ো আংগুল দ্বারা পিছন অংশে মাসাহ করবে।

(৮) ডান ও বাম পায়ের টাখনু সহ ভালভাবে ধুবে ও বাম হাতের আংগুল দ্বারা পায়ের আংগুল সমূহ খিলাল করবে।

(৯) এভাবে ওযূ শেষে বাম হাতে কিছু পানি নিয়ে লজ্জাস্থান বরাবর ছিটিয়ে দিবে ও নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করবে-

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

(আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা-শারীকা লাহূ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুহূ ওয়া রাসূলুহু। আল্লা-হুম্মাজ্'আল্নী মিনাত্ তাউয়াবীনা ওয়াজ্'আল্নী মিনাল মুতাত্বাহ্হিরীন)।

অর্থ : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তার কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তওবাকারীদের ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের মধ্যে শামিল করুন'!

ওযূ ভঙ্গের কারণ : পেশাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে দেহ থেকে কোন কিছু বের হ'লে ওযূ ভঙ্গ হয়।

(৩) গোসল :

'গোসল' অর্থ ধৌত করা। পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে ওযূ করে সর্বাঙ্গ ধৌত করাকে গোসল বলে।

গোসল করার পদ্ধতি :

প্রথমে দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুবে। অতঃপর 'বিসমিল্লাহ' বলে ছালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করবে। অতঃপর প্রথমে মাথায় তিনবার পানি ঢেলে চুলের গোড়ায় খিলাল করে ভালভাবে পানি পৌঁছাবে। তারপর সারা দেহে পানি ঢেলে গোসল সম্পন্ন করবে।

তায়াম্মুম

সংজ্ঞা : তায়াম্মুম (التيمم) অর্থ 'সংকল্প করা'। 'পানি না পাওয়া গেলে ওযূ বা গোসলের পরিবর্তে পাক মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের ইসলামী পদ্ধতিকে 'তায়াম্মুম' বলে'।

পদ্ধতি : পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে *'বিসমিল্লাহ'* বলে মাটির উপর দু'হাত মেরে তাতে ফুঁক দিয়ে মুখমন্ডল ও দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত একবার বুলাবে। অতঃপর ওযূ শেষের দো'আ পাঠ করবে।

তায়াম্মুমের কারণ সমূহ :

(১) যদি পাক পানি না পাওয়া যায় (২) পানি পেতে গেলে যদি ছালাত ক্বাযা হওয়ার ভয় থাকে (৩) পানি ব্যবহারে যদি রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকে (৪) যদি কোন বিপদ বা জীবনের ঝুঁকি থাকে ইত্যাদি।

আযান

'আযান' অর্থ : ঘোষণা, ডাকা, আহ্বান করা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থ, শরী'আত নির্ধারিত আরবী বাক্য সমূহের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ে উচ্চকণ্ঠে ছালাতে আহ্বান করাকে 'আযান' বলা হয়। ১ম হিজরী সনে আযানের প্রচলন হয়।

আযানের কালেমা সমূহ :

১. اَللهُ أَكْبَرُ *'আল্লা-হু আকবার'* (আল্লাহ সবার চেয়ে বড়)....৪ বার।

২. أَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ *'আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'* (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই) ..২ বার।

৩. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ *'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'* (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল)....২ বার।

৪. حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ *'হাইয়া 'আলাছ ছালা-হ'* (ছালাতের জন্য এসো).....২ বার।

৫. حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ *'হাইয়া 'আলাল ফালা-হ'* (কল্যাণের জন্য এসো)...২ বার।

৬. اَللهُ أَكْبَرُ *'আল্লা-হু আকবার'* (আল্লাহ সবার চেয়ে বড়) ...২ বার।

৭. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ *'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'* (আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই) ...১ বার।

ফজরের আযানের সময় *'হাইয়া 'আলাল ফালা-হ'* -এর পরে اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ *'আছছালা-তু খায়রুম মিনান নাঊম'* (নিদ্রা হ'তে ছালাত উত্তম) .... ২ বার বলবে।

ইক্বামত

ইক্বামত অর্থ দাঁড় করানো। উপস্থিত মুছল্লীদেরকে ছালাতে দাঁড়িয়ে যাওয়ার জন্য 'ইক্বামত' দিতে হয়। জামা'আতে হউক বা একাকী হউক সর্বাবস্থায় ফরয ছালাতে আযান ও এক্বামত দেওয়া সুন্নাত।

ইক্বামতের কালেমা ১১টি। যথা- **১.** *আল্লা-হু আকবার* (২ বার) **২.** *আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ* (১ বার), **৩.** *আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লা-হ* (১ বার), **৪.** *হাইয়া 'আলাছ ছালা-হ*, (১ বার) **৫.** *হাইয়া 'আলাল ফালা-হ* (১ বার), **৬.** *ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালা-হ* (২ বার), **৭.** *আল্লা-হু আকবার* (২ বার), **৮.** *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ* (১ বার)।

ছালাতের গুরুত্ব

১) কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করার পরেই ইসলামে ছালাতের স্থান।

২) ছালাত ইসলামের প্রধান স্তম্ভ, যা ব্যতীত ইসলাম টিকে থাকতে পারে না।

৩) ছালাত একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা ৭ বছর বয়স থেকেই আদায়ের অভ্যাস করতে হয়।

৪) ক্বিয়ামতের দিন বান্দার প্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার ছালাতের। ছালাতের হিসাব সঠিক হ'লে তার সমস্ত আমল সঠিক হবে। আর ছালাতের হিসাব বেঠিক হ'লে তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে।

৫) মুমিন ও কাফির-মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য হ'ল 'ছালাত'।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের নাম ও রাক'আত সংখ্যা

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতে দিনে-রাতে মোট **১৭** রাক'আত ও জুম'আর দিনে **১৫** রাক'আত ফরয এবং **১২** অথবা **১০** রাক'আত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। যেমন-

(১) ফজর : ২ রাক'আত সুন্নাত, অতঃপর ২ রাক'আত ফরয।

(২) যোহর : ৪ অথবা ২ রাক'আত সুন্নাত, ৪ রাক'আত ফরয। অতঃপর ২ রাক'আত সুন্নাত।

(৩) আছর : ৪ রাক'আত ফরয।

(৪) মাগরিব : ৩ রাক'আত ফরয। অতঃপর ২ রাক'আত সুন্নাত।

(৫) এশা : ৪ রাক'আত ফরয। অতঃপর ২ রাক'আত সুন্নাত এবং শেষে এক রাক'আত বিতর।

জুম'আর ছালাত ২ রাক'আত ফরয। তার পূর্বে মসজিদে প্রবেশের পর বসার পূর্বে কমপক্ষে ২ রাক'আত 'তাহিইয়াতুল মাসজিদ' এবং জুম'আ শেষে ৪ অথবা ২ রাক'আত সুন্নাত।

ছালাত আদায়ের পদ্ধতি

(১) ওযূ করার পর ছালাতের সংকল্প করে ক্বিবলামুখী দাঁড়িয়ে 'আল্লা-হু আকবর' বলে দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে তাকবীরে তাহরীমা শেষে বুকে বাঁধবে। এ সময় বাম হাতের উপরে ডান হাত কনুই বরাবর রাখবে অথবা বাম কব্জির উপরে ডান কব্জি রেখে বুকের উপরে হাত বাঁধবে। অতঃপর সিজদার স্থানে দৃষ্টি রেখে 'ছানা' বা দো'আয়ে ইস্তেফতাহ পাঠের মাধ্যমে ছালাত করবে।

(২) *দো'আয়ে ইস্তেফতা-হ* বা 'ছানা' পড়ে *আ'ঊযুবিল্লাহ* ও *বিসমিল্লাহ* সহ সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করবে এবং অন্যান্য রাক'আতে কেবল *বিসমিল্লাহ* বলবে। জেহরী ছালাত হ'লে সূরায়ে ফাতিহা শেষে সশব্দে 'আমীন' বলবে।

(৩) সূরায়ে ফাতিহা পাঠ শেষে ইমাম কিংবা একাকী মুছল্লী হ'লে প্রথম দু'রাক'আতে কুরআনের অন্য কোন সূরা বা কিছু আয়াত তেলাওয়াত করবে। কিন্তু মুক্তাদী হ'লে জেহরী ছালাতে চুপে চুপে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বে ও ইমামের ক্বিরাআত মনোযোগ দিয়ে শুনবে। তবে যোহর ও আছরের ছালাতে ইমাম মুক্তাদী সকলে প্রথম

দু'রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা সহ অন্য সূরা পড়বে এবং শেষের দু'রাক'আতে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করবে।

(৪) ক্বিরাআত শেষে 'আল্লা-হু আকবর' বলে দু'হাত কাঁধ অথবা কান পর্যন্ত উঠিয়ে 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' করে রুকূতে যাবে। এ সময় হাঁটুর উপরে দু'হাতে ভর দিয়ে পা, হাত, পিঠ ও মাথা সোজা রাখবে এবং রুকূর দো'আ পড়বে।

(৫) অতঃপর রুকূ থেকে উঠে সোজা ও সুস্থিরভাবে দাঁড়াবে। এ সময় দু'হাত ক্বিবলামুখী খাড়া রেখে কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে এবং ইমাম ও মুক্তাদী সকলে বলবে *'সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ'* (আল্লাহ তার কথা শোনেন, যে তার প্রশংসা করে)। অতঃপর 'ক্বওমা'র দো'আ একবার পড়বে।

(৬) ক্বওমার দো'আ পাঠ শেষে *'আল্লা-হু আকবর'* বলে প্রথমে দু'হাত ও পরে দু'হাঁটু মাটিতে রেখে সিজদায় যাবে ও বেশী বেশী দো'আ পড়বে। এ সময় দু'হাত ক্বিবলামুখী করে মাথার দু'পাশে কাঁধ বা কান বরাবর মাটিতে স্বাভাবিকভাবে রাখবে। কনুই ও বগল ফাঁকা থাকবে। হাঁটুতে বা মাটিতে ঠেস দিবে না। সিজদা লম্বা হবে ও পিঠ সোজা থাকবে। যেন নীচ দিয়ে একটি বকরীর বাচ্চা যাওয়ার মত ফাঁকা থাকে।

সিজদা থেকে উঠে বাম পায়ের পাতার উপরে বসবে ও ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখবে। এ সময় স্থিরভাবে বসে দো'আ পড়বে। অতঃপর *'আল্লা-হু আকবর'* বলে দ্বিতীয় সিজদায় যাবে ও দো'আ পড়বে। রুকূ ও সিজদায় কুরআনী দো'আ পড়বে না। ২য় ও ৪র্থ রাক'আতে দাঁড়াবার প্রাক্কালে সিজদা থেকে উঠে সামান্য সময়ের জন্য স্থির হয়ে বসবে। একে 'জালসায়ে ইস্তিরা-হাত' বা 'স্বস্তির

বৈঠক' বলে। অতঃপর মাটিতে দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে যাবে।

(৭) ২য় রাক'আত শেষে বৈঠকে বসবে। যদি **১ম** বৈঠক হয়, তবে কেবল 'আত্তাহিইয়া-তু' পড়ে ৩য় রাক'আতের জন্য উঠে যাবে। আর যদি শেষ বৈঠক হয়, তবে 'আত্তাহিইয়া-তু' পড়ার পরে দরূদ, দো'আয়ে মাছূরাহ ও সম্ভব হ'লে বেশী বেশী করে অন্য দো'আ পড়বে। **১ম** বৈঠকে বাম পায়ের পাতার উপরে বসবে এবং শেষ বৈঠকে ডান পায়ের তলা দিয়ে বাম পায়ের অগ্রভাগ বের করে বাম নিতম্বের উপরে বসবে ও ডান পা খাড়া রাখবে। এসময় ডান পায়ের আঙ্গুলগুলি ক্বিবলামুখী করবে। বৈঠকের সময় বাম হাতের আঙ্গুলগুলি বাম হাঁটুর প্রান্ত বরাবর ক্বিবলামুখী ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে এবং ডান হাত ৫৩-এর ন্যায় মুষ্টিবদ্ধ রেখে সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত শাহাদাত অঙ্গুলি নাড়িয়ে ইশারা করতে থাকবে। মুছল্লীর নযর ইশারার বাইরে যাবে না।

(৮) দো'আয়ে মাছূরাহ শেষে প্রথমে ডাইনে ও পরে বামে *'আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ'* (আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে আপনার উপর শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষিত হৌক!) বলে সালাম ফিরাবে।

ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ

ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ নিম্নরূপ :

(১) **ফজর :** 'ছুবহে ছাদিক' হ'তে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত।

(২) **যোহর :** সূর্য পশ্চিম দিকে ঢললেই যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং বস্তুর নিজস্ব ছায়ার এক গুণ হ'লে শেষ হয়।

(৩) **আছর :** বস্তুর মূল ছায়ার এক গুণ হওয়ার পর হ'তে আছরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং দু'গুণ হ'লে শেষ হয়। তবে সূর্যাস্তের প্রাক্কালের রক্তিম সময় পর্যন্ত আছর পড়া জায়েয আছে।

(৪) **মাগরিব :** সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্যের লালিমা শেষ হওয়া পর্যন্ত বাকী থাকে।

(৫) এশা : মাগরিবের পর হ'তে এশার ওয়াক্ত শুরু হয় এবং মধ্যরাতে শেষ হয়। তবে যরূরী কারণ বশতঃ ফজরের পূর্ব পর্যন্ত এশার ছালাত আদায় করা জায়েয আছে।

ছালাত ত্যাগ করার গোনাহ

ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত তরককারী অথবা ছালাতের ফরযিয়াতকে অস্বীকার কারী ব্যক্তি কাফির ও জাহান্নামী। ঐ ব্যক্তি ইসলাম হ'তে বহিষ্কৃত। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমান রাখে, অথচ অলসতা ও ব্যস্ততার অজুহাতে ছালাত তরক করে কিংবা উদাসীনভাবে ছালাত আদায় করে ও তার প্রকৃত হেফাযত করে না, সে ব্যক্তি সম্পর্কে শরী'আতের বিধান সমূহ নিম্নরূপ :

(ক) আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর দুর্ভোগ ঐ সব মুছল্লীর জন্য' 'যারা তাদের ছালাত থেকে উদাসীন'। 'যারা তা লোকদেরকে দেখায়'... *(মা'ঊন ১০৭/৪-৬)*।

(খ) অলস ও লোক দেখানো মুছল্লীদের আল্লাহ মুনাফিক ও প্রতারক বলেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা প্রতারণা করে আল্লাহ্র সাথে। অথচ তিনি তাদেরকেই ধোঁকায় নিক্ষেপ করেন। তারা যখন ছালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায় লোক দেখানোর জন্য। আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে' *(নিসা ৪/১৪২)*। অন্যত্র আল্লাহ তাদেরকে 'ফাসেক্ব' (পাপাচারী) বলেছেন। আল্লাহ বলেন, 'তিনি

তাদের ছালাত ও অর্থ ব্যয় কিছুই কবুল করবেন না' *(তওবা ৯/৫৩-৫৪)*।

(গ) ছালাত তরক করাকে হাদীছে 'কুফরী' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ছাহাবায়ে কেরামও একে 'কুফরী' হিসাবে গণ্য করতেন। তারা নিঃসন্দেহে জাহান্নামী। তবে তারা কর্মগতভাবে কাফির, বিশ্বাসগতভাবে কাফির নয়।

(ঘ) ছালাত ত্যাগকারী ব্যক্তি 'ফাসিক্ব' এবং তাকে তওবা করতে হবে। যদি সে তওবা করে ছালাত আদায় শুরু না করে, তবে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদন্ড।

বিভিন্ন ছালাতের পরিচয়

(১) বিতর ছালাত

'বিতর' ছালাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। যা এশার ফরয ছালাতের পর হ'তে ফজর পর্যন্ত সুন্নাত ও নফল ছালাত সমূহের শেষে আদায় করতে হয়।

'বিতর' অর্থ বেজোড়। যা মূলতঃ এক রাক'আত। তবে ৩, ৫, ৭, ৯, ১১ ও ১৩ রাক'আতও পড়া যায়। বিতর ছালাত প্রথম রাত্রি, মধ্য রাত্রি ও শেষ রাত্রি সকল সময় পড়া চলে। যদি কেউ বিতর পড়তে ভুলে যায় অথবা বিতর না পড়ে ঘুমিয়ে যায়, তবে স্মরণ হ'লে কিংবা রাতে বা সকালে ঘুম হ'তে জেগে উঠার পরে সুযোগ মত তা আদায় করবে।

বিতর ছালাতে দো'আয়ে কুনূত রুকূর আগে ও পরে দু'ভাবেই পড়া যায়। বিতরের কুনূতে বুক বরাবর হাত উঠিয়ে দো'আ করবে। জামা'আতের ক্ষেত্রে মুক্তাদীগণ 'আমীন' 'আমীন' বলবেন।

দো'আয়ে কুনূত শেষে *'আল্লাহু আকবার'* বলে সিজদায় যাবে। কুনূতে কেবল দু'হাত উঁচু করবে। মুখে হাত বুলাবে না।

(২) জুম'আর ছালাত

জুম'আর দিন সুন্দরভাবে গোসল করে সাধ্যমত উত্তম পোষাক ও সুগন্ধি লাগিয়ে আগেভাগে মসজিদে যাবে। মসজিদে প্রবেশ করে সামনের কাতারের দিকে এগিয়ে যাবে এবং বসার পূর্বে প্রথমে দু'রাক'আত 'তাহিইয়াতুল মাসজিদ' আদায় করবে। অতঃপর খত্বীব মিম্বরে বসার আগ পর্যন্ত যত রাক'আত খুশী নফল ছালাত আদায় করবে। এরপর চুপচাপ মনোযোগ সহকারে খুৎবা শুনবে। খুৎবা চলা অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করলে কেবল দু'রাক'আত 'তাহিইয়াতুল মাসজিদ' সংক্ষেপে আদায় করে বসে পড়বে।

জুম'আর ছালাতের পরে মসজিদে চার রাক'আত অথবা বাড়ীতে দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করবে। তবে মসজিদেও চার বা দুই কিংবা দুই ও চার মোট ছয় রাক'আত সুন্নাত ও নফল পড়া যায়।

(৩) তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের ছালাত

রাত্রির বিশেষ নফল ছালাত 'তারাবীহ' ও 'তাহাজ্জুদ' নামে পরিচিত। রামাযানে এশার পর প্রথম রাতে পড়লে তাকে 'তারাবীহ' এবং রামাযান ও অন্যান্য সময়ে শেষরাতে পড়লে তাকে 'তাহাজ্জুদ' বলা হয়।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাত্রির (নফল) ছালাত'। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের রাত্রিতে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রাত্রির ছালাত আদায় করে, তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হয়'।

রাক'আত সংখ্যা : রামাযান বা রামাযানের বাইরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে রাত্রীর এই বিশেষ নফল ছালাত তিন রাক'আত বিতরসহ মোট **১১** রাক'আত আদায় করেছেন *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১১৮৮)*।

(৪) ক্বছর ছালাত

'ক্বছর' অর্থ কমানো। পারিভাষিক অর্থে : চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাত দু'রাক'আত করে পড়াকে 'ক্বছর' বলে। সফর অথবা ভীতির সময়ে ছালাতে 'ক্বছর' করার অনুমতি রয়েছে *(নিসা ৪/১০১)*।

এক প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ এটিকে তোমাদের জন্য ছাদাক্বা (উপঢৌকন) হিসাবে প্রদান করেছেন। অতএব তোমরা তা গ্রহণ কর'।

সফরের দূরত্ব : সফরের দূরত্বের ব্যাপারে কুরআনে কোন ব্যাখ্যা নেই। কেবল সফরের কথা আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকেও এর কোন সীমা বলা হয়নি। অতএব সফর হিসাবে গণ্য করা যায়, এরূপ সফরে বের হ'লে নিজ বাসস্থান থেকে বেরিয়ে কিছুদূর গেলেই 'ক্বছর' করা যায়।

জমা ও ক্বছরের নিয়ম : সফরে থাকা অবস্থায় যোহর-আছর *(২+২=৪ রাক'আত)* ও মাগরিব-এশা *(৩+২=৫ রাক'আত)* পৃথক একামতের মাধ্যমে সুন্নাত ও নফল ছাড়াই জমা ও ক্বছর করে পড়া যাবে। সফরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুন্নাত সমূহ পড়তেন না। তবে বিতর, তাহাজ্জুদ ও ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছাড়তেন না। এছাড়া সাধারণ নফল ছালাত যেমন তাহিইয়াতুল ওযূ, তাহিইয়াতুল মাসজিদ ইত্যাদি আদায়ে তিনি কাউকে নিষেধ করতেন না।

(৫) ঈদের ছালাত

ঈদের ছালাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। সূর্যোদয়ের পরে সকাল সকাল খোলা ময়দানে গিয়ে ঈদের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করতে হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় মসজিদে নববী-র বাইরে খোলা ময়দানে নিয়মিতভাবে এই ছালাত আদায় করেছেন এবং নারী-পুরুষ সকল মুসলমানকে ঈদের জামা'আতে শরীক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

ঈদের ছালাতে আযান বা এক্বামত নেই। সকলকে নিয়ে ইমাম প্রথমে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন। এর পরে একটি খুৎবা দিবেন। খুৎবার সময় হাতে লাঠি রাখবেন।

পদ্ধতি :

১ম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পাঠের পর ধীরস্থিরভাবে পরপর সাত তাকবীর দিবে। অতঃপর আঊযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ সহ ইমাম সরবে সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়বেন এবং মুক্তাদীগণ চুপে চুপে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বে। অনুরূপভাবে ২য় রাক'আতে দাঁড়িয়ে ধীরস্থিরভাবে পরপর পাঁচটি তাকবীর দিয়ে কেবল 'বিসমিল্লাহ' সহ সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। এ সময় মুক্তাদীগণ চুপে চুপে কেবল সূরা ফাতিহা পড়বে।

প্রথম রাক'আতে সূরায়ে *ক্বাফ* অথবা *আ'লা* এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরায়ে *ক্বামার* অথবা *গা-শিয়াহ* পড়বে'। অন্য সূরাও পড়া যাবে। প্রতি তাকবীরে হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে ও বাম হাতের উপর ডান হাত বুকে বাঁধবে।

(৬) জানাযার ছালাত

প্রত্যেক মুসলিম আহলে ক্বিবলার উপর জানাযার ছালাত 'ফরযে কেফায়াহ'। অর্থাৎ মুসলমানদের কেউ জানাযা পড়লে উক্ত ফরয আদায় হয়ে যাবে। না পড়লে সবাই দায়ী হবে। ছালাত হিসাবে অন্যান্য ছালাতের ন্যায় ওযূ, ক্বিবলা, সতর ঢাকা ইত্যাদি ছালাতে জানাযার শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত। তবে পার্থক্য এই যে, জানাযার ছালাতে কোন রুকূ-সিজদা বা বৈঠক নেই এবং এ ছালাতের জন্য নির্দিষ্ট কোন ওয়াক্ত নেই। বরং দিনে-রাতে সকল সময় এমনকি নিষিদ্ধ তিন সময়েও পড়া যায়।

জানাযার ছালাতের বিবরণ :

জানাযার ছালাতে চার তাকবীর দিবে। মুক্তাদী ইমামের পিছে পিছে তাকবীর বলবে। প্রথমে মনে মনে জানাযার নিয়ত করে সরবে 'আল্লাহু আকবর' বলে দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে বাম হাতের উপর ডান হাত বুকে বাঁধবে। এ সময় 'ছানা' পড়বে না। ইমামের সাথে সকল তাকবীরেই হাত উঠাবে। অতঃপর আ'ঊযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ সহ সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। তারপর ২য় তাকবীর দিবে ও দরূদে ইবরাহীমী পাঠ করবে, যা আত্তাহিইয়াতু-র পরে পড়া হয়। তারপর ৩য় তাকবীর দিবে ও জানাযার বিশেষ দো'আ সমূহ পড়বে। দো'আ পাঠ শেষে ৪র্থ তাকবীর দিয়ে প্রথমে ডাইনে ও পরে বামে সালাম ফিরাবে। ডাইনে একবার মাত্র সালাম ফিরানোও জায়েয আছে। জানাযার ছালাত সরবে ও নীরবে দু'ভাবেই পড়া যায়।

***

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামী শিষ্টাচার

খাদ্য গ্রহণের আদব

১. 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া আরম্ভ করা *(বুখারী হা/৫৩৭৬; মুসলিম হা/৫৩৮৮; মিশকাত হা/৪১৫৯)*।

২. খাওয়ার পূর্বে ভালভাবে হাত ধৌত করা ও বসে খাওয়া *(বুখারী ,মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৫৯)*।

৩. ডান হাত দিয়ে ও কাছে থেকে খাওয়া *(বুখারী হা/৫৩৭৬; মুসলিম হা/৫৩৮৮; মিশকাত হা/৪১৫৯)*।

৪. কাত হয়ে, ঠেস দিয়ে, মাঝখান থেকে ও বাম হাতে না খাওয়া।(বুখারী ,মিশকাত হা/৪১৫৯,৪১৬৮)।

৫. খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে **'বিসমিল্লা-হি আউওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ'** দো'আ পাঠ করা।(তিরমিযী হা/১৮৫; আবু দাঊদ হা/৩৭৬৭; মিশকাত হা/৪২০২)।

৬. পড়ে যাওয়া খাদ্য উঠিয়ে ময়লা ছাফ করে খাওয়া।(মুসলিম হা/৫৪২৩, মিশকাত হা/৪১৬৭)।

৭. পেট ভরে না খাওয়া।(তিরমিযী হা/২৩৮০, ইবনু মাজাহ হা/৩৩৪৯,মিশকাত হা/৫১৯২)।

৮. খাওয়ার শেষে ভালভাবে পেণ্টট ও আঙ্গুল চেটে খাওয়া। (মুসলিম হা, মিশকাত হা/৪১৬৫,৪১৬৭)।

৯. খাওয়ার মাঝে মাঝে এবং শেষে ***'আলহামদুলিল্লা-হ'*** বলা। (মুসলিম হা/৫৪৮৩)।

১০. মেহমান হলে মেযাবানের জন্য আল্লা-হুম্মা আত্ব'ইম মান আত্ব'আমানী ওয়াসক্বি মান সাক্বা-নী' দো'আ পড়া।(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২০০)।

পানীয় পান করার আদব

১. পানি বা শরবতের গ্লাস ডান হাতে ধরা।(বুখারী হা/৫৩৭৬; মুসলিম হা/৫৩৮৮;মিশকাত হা/৪১৫৯)।

২. বসে পান করা। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৬৪,৪২৬৬)।

৩. 'বিসমিল্লাহ' বলে পান করা।(বুখারী হা/৫৩৭৬; মুসলিম হা/৫৩৮৮;মিশকাত হা/৪১৫৯)।

৪. তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করা ও পাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলা।(বুখারী , মুসলিম ,আবু দাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪২৬৩)।

৫. পানি পান শেষে '*আলহামদুলিল্লাহ*' বলা।(মুসলিম,মিশকাত হা/৪২০০)।

পোশাক পরিধানের আদব

১. *'বিসমিল্লাহ'* বলে ডান দিক থেকে পোশাক পরিধান করা।(বুখারী,মুসলিম ,আহমদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪১৫৯,৬১,৪০১)।

২. ঢিলাঢালা, সাদা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ভদ্র ও মার্জিত পোশাক পরিধান করা।(মুসলিম ,আহমদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৬৩৮,৫১০৮,সূরা আ'রাফ ৭/২৬)।

৩. অমুসলিমদের মত পোষাক না হওয়া।(বুখারী,আহমদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭, ৪৪২৯)।

৪. অপচয় ও অহংকার প্রকাশ না পাওয়া।

৫. ছেলেদের টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান না করা এবং মেয়েদের টাখনুর নীচে পরা।(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩১১-১৪)।

৬. ছেলেদের রেশমের পোশাক ও স্বর্ণালংকার ব্যবহার না করা।(বুখারী,মুসলিম ,তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৩২১)।

৭. ছেলেরা মেয়েদের পোশাক এবং মেয়েরা ছেলেদের পোষাক পরিধান না করা।

৮. নতুন পোশাক পরিধানকালে দো'আ পড়া।(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৩)।

৯. মেয়েদের আতর, সেন্ট, সুগন্ধি জাতীয় স্নো, পাউডার, টিপ, লিপস্টিক, নেইল পালিশ ইত্যাদি ব্যবহার করে বাহিরে না যাওয়া।(তিরমিযী হা/২৭৮৬, আবুদাঊদ হা/৪১৭৫, মিশকাত হা/১০৬৫; নাসাঈ হা/৫১২৬)।

চুল-নখ সম্পর্কিত আদব

১. নিয়মিত চুল পরিষ্কার করা ও তেল ব্যবহার করা (সপ্তাহে অন্তত ২ বার)

২. মাথার ডান দিক থেকে চুল আঁচড়ানো ও মাঝখান দিয়ে সিঁথি কাটা।(বুখারী হা/৫৯২৮,১৬৮; আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৪৪৪৭)।

৩. মেয়েদের চুল বড় রাখা ও ছেলেদের চুল ছোট রাখা।

৪. চল্লিশ দিনের মধ্যে অন্তত একবার চুল কাটা।(মুসলিম হা/৭৫৪)।

৫. কৃত্রিম বা নকল চুল ও চুলে কলপ ব্যবহার না করা।(বুখারী হা/৫৯৪৭, আবু দাঊদ, নাসাই, মিশকাত হা/ ৪৪৫২)।

৫. প্রতি সপ্তাহে একবার নিয়মিতভাবে নখ কাটা।

জুতা-স্যান্ডেল পরিধানের আদব

১. 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান পায়ের জুতা আগে পরা।(বুখারী হা/৫৮৫৫; মুসলিম হা/৫৬১৬; মিশকাত হা/৪৪১০)।

২. ফিতাওয়ালা জুতা বসে পরা।

৩. একপায়ে জুতা না পরা।(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩১৫)।

৪. জুতার ফিতা কেটে বা ছিড়ে গেলে ঠিক না করা পর্যন্ত অন্যটি না পরা।(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪১২)।

৫. বাম পায়ের জুতা আগে খোলা।(বুখারী হা/৫৮৫৫; মুসলিম হা/৫৬১৬; মিশকাত হা/৪৪১০)।

পেশাব-পায়খানার আদব

১. টয়লেটে প্রবেশকালে দো'আ পড়ে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা।(বুখারী,মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৭)।

২. বসে পেশাব-পায়খানা করা।(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৬)।

৩. নরম মাটি অথবা ঢালু স্থানে পেশাব করা(যাতে পেশাব ছিটকে এসে কাপড়ে ও শরীরে না লাগে।(দারাকুৎনী হা/ ৪৫৩, হাকেম পৃঃ ১/১৮৩; ছহীহুল জামে' হা/৩০০২; ইরওয়া হা/২৮০)।

৪. প্যান বা মাটির নিকটবর্তী হয়ে কাপড় তোলা।(তিরমিযী, আবু দাঊদ, দারেমী, মিশকাত হা/ ৩৪৬)।

৫. বাম হাত দিয়ে শৌচ বা পানি ব্যবহার করা।(আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৩৪৮)।

৬. ডান হাত, গোবর, হাড় এবং কয়লা দিয়ে ইস্তিঞ্জা না করা।(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৬)।

৭. পানি না পেলে কমপক্ষে তিনটি ঢেলা বা টিস্যু দ্বারা শৌচকার্জ করা।(মুসলিম, আহমাদ, আবু দাঊদ, নাসাঈ, দারেমী,মিশকাত হা/৩৪৯)।

৮. সাপ ও পোকা-মাকড়ের গর্ত, আবদ্ধ পানি, রাস্তার বা কোন ছায়াদার বৃক্ষের নীচে, হাউজে, কবরস্থানে ও বাজারে (যেখানে মানুষ বিশ্রাম নেয়) পেশাব-পায়খানা না করা।(আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৫৪)।

৯. পেশাব-পায়খানা অবস্থায় কথা না বলা ও সালাম না দেয়া।

১০. সতর্কতার সাথে পেশাব করা, যাতে দেহের কোন অঙ্গে ছিটা না লাগে।

১১. পেশাব-পায়খানার পর সাবান অথবা মাটি দিয়ে ভালভাবে হাত ধৌত করা। (আবু দাঊদ, দারেমী মিশকাত হা/৩৬০)।

১২. টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময় ডান পা আগে দেওয়া ও দো'আ পড়া।(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৫৯)।

১৩. প্রসাবের সন্দেহ দূর করার জন্য কাপড়ের উপর দিয়ে লজ্জাস্থান বরাবর পানি ছিটানো।

১৪. শিশুদের জন্য ল্যাট্রিনপট ব্যবহার করা।(আবুদাঊদ, দারেমী, মিশকাত হা/৩৬২)।

দাঁত ও মুখ পরিস্কার করার আদব

১. প্রত্যেক ওযূর সময়ে, ঘুম থেকে উঠে ও রাত্রিতে শোয়ার আগে মিসওয়াক করা।(বুখারী, মুসলিম,মিশকাত হা/৩৭৬)।

২. যায়তুন কিংবা নিমের চিকন নরম ডাল বা নরম ব্রাশ দিয়ে মিসওয়াক করা।

৩. মিসওয়াকের উপাদান হিসাবে টুথপেস্ট বা পাউডার ব্যবহার করা।

ঘুমানোর আদব

১. শোয়ার সময় দো'আ পড়া।(বুখারী, মিশকাত হা/২৩৮২)।

২. ডান কাতে শুয়ে ঘুমানোর দো'আ, আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পাঠ করা।(শারহুস সুন্নাহ, বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭১৬)।

৩. এক পায়ের উপর অপর পা রেখে, চিৎ হয়ে কিংবা উপুড় হয়ে না শোয়া।(মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৭০৯-১০)।

৪. দশ বছর বয়সের বালক-বালিকাদের পৃথক পৃথক বিছানায় ঘুমানো।(আবুদাঊদ, শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৫৭২)।

৫. শোয়ার পূর্বে আলো বা বাতি নিভিয়ে ফেলা।(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩০০)।

৬. উন্মুক্ত ও প্রাচীর বিহীন ছাদে না শোয়া।(আবু দাউদ, মিশকাত হা/৪৭২০)।

৭. দুঃস্বপ্ন দেখলে তিন বার أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (আ'ঊযু বিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম) পাঠ করা ও বাম দিকে ৩

বার থুক মারা ও পার্শ্ব পরিবর্তন করা।(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬১২)।

৮. ঘুম থেকে উঠার দো'আ পাঠ করা।(বুখারী, মিশকাত হা/২৩৮২)।

নিজ বাড়ীতে প্রবেশের আদব

১. বাড়ীতে বা কক্ষে প্রবেশকালে সালাম দেওয়া ও দো'আ পাঠ করা।(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬১)।

৩. কক্ষে প্রবেশের সময় অনুমতি নেওয়া।(সূরা-নূর: ৫৮)

৪. বিদায়কালে সালাম দেওয়া ও দো'আ পাঠ করা।(তিরমিযী, আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৬০)।

অন্যের বাড়ীতে প্রবেশের আদব

১. দরজার বাইরে থেকে তিনবার সরবে 'সালাম' দেওয়া ও প্রবেশের জন্য অনুমতি চাওয়া।(সূরা নূর:২৭-২৮; বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৬৭)।

২. গৃহবাসীর অবগতি ও অনুমতি পাওয়ার সুবিধার্থে নিজের নাম বলা।(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৬৯)।

৩. অনুমতি না পেলে ফিরে আসা।(সূরা নূর: ২৭-২৮; বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৬৭)।

৪. পরিশেষে সালাম দিয়ে বিদায় নেওয়া।(তিরমিযী, আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৬০)।

শ্রেণীকক্ষে পালনীয় আদব

১. শ্রেণীকক্ষে প্রবেশের সময় সহপাঠীদের উদ্দেশ্যে সালাম দেওয়া ও কুশল বিনিময় করা।(বুখারী ও মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৩২; সূরা নূর: ৬১)।

২. শিক্ষককে ক্লাসে প্রবেশ করতে দেখে দন্ডায়মান না হয়ে তাঁর সালামের জওয়াব দেওয়া।(তিরমিযী, আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৯৯)।

৩. বিশেষ প্রয়োজনে শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে বাইরে যাওয়া।(আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৪৭০২)।

৪. অনুমতি ব্যতীত কারু আসনে না বসা।(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৯৬)।

৫. শিক্ষক ক্লাসে থাকাবস্থায় প্রবেশের জন্য 'সালাম' দিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করা।(তিরমিযী, আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৭১)।

৬. নির্ধারিত আসনের অতিরিক্ত সহপাঠী আসলে নিজেরা চেপে চেপে বসে তাকেও বসার সুযোগ করে দেয়া।(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৯৬)।

৭. প্রত্যাবর্তনকারী সহপাঠীকে বাইরে যেতে দেখে তার আসনে না বসা।(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৯৭)।

সালাম বিনিময়ের আদব

১. প্রথমে সালাম দেওয়া ও ***'আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ'*** বলা।(আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৬৪৬৪)।

২. সালামের জবাবে ***'ওয়া আলাইকুমুস সালা-মু ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহূ'*** বলা।(তিরমিযী, আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৪৪)।

৩. পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলিমকে সালাম দেওয়া।(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬২৯)।

৪. ছোটরা বড়দেরকে, কম সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোককে, আরোহী ব্যক্তি পায়ে হাঁটা ব্যক্তিকে এবং পায়ে হাঁটা ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে সালাম দিবে।(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩২)।

৫. অন্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত সালামের জবাবে ***'আলায়কা ওয়া আলাইহিস সালাম'*** বলা।(আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৫৫)।

৬. ডান হাতে মুছাফাহা করা। (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪০০)।

৭. কোন গাছ, দেওয়াল বা পাথরের আড়াল পেরিয়ে দেখা হলে পুনরায় পরস্পরে সালাম দেওয়া।(আবু দাঊদ হা/৫২০০)।

৮. সালাম দেওয়ার সময় মাথা নিচু না করা, অনুরূপভাবে দু'হাত দ্বারা মুছাফাহা না করা, বুকে ও কপালে হাত না মিলানো, হাতে চুমু না খাওয়া ইত্যাদি।

৯. অমুসলিমদের সালামের জবাবে শুধু 'ওয়া আলায়কুম' বলা। (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৭)।

১০. পরস্পরে কুশলাদি জিজ্ঞেস করা ও জবাবে আলহামদুলিল্লা-হ বলা।(আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৭৯)।

১১. দলের পক্ষ থেকে একজন সালাম বা সালামের জবাব দেওয়া।(আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৪৮)।

১২. কোন মজলিসে প্রবেশকালে ও বসার সময় এবং উঠে যাওয়ার সময় সালাম দেওয়া।(তিরমিযী, আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৬০)।

১৩. নতুন বিয়ের পর শ্বশুর-শ্বাশুড়ী ও মুরব্বীদের পা ছুঁয়ে সালাম না করা (কেননা সমাজে প্রচলিত এ সমস্ত রেওয়াজ ইসলামে নেই)।

১৪. ঈদের দিন পরস্পরিক সাক্ষাতে **'তাক্বাব্বাল্লা-হু মিন্না ওয়া মিনকা'** অথবা **মিনকুম** দো'আ পড়া।(তামামুল মিন্নাহ:৩৫৪ পৃঃ)।

রাস্তায় চলাফেরার আদব

১. রাস্তার ডান দিক দিয়ে চলা।(বুখারী হা/১৬৮)।

২. পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম দেওয়া।

৩. সালামের উত্তর দেয়া।(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৪০)।

৪. দৃষ্টি নীচু রাখা।(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৪০)।

৫. কাউকে কষ্ট না দেয়া।(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৪০)।

৬. ভাল কাজের আদেশ দেয়া ও খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা।(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৪০)।

৭. পথহারা ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে দেয়া।(আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৪১)।

৮. বোঝা বহনকারী ও মাযলূম ব্যক্তিকে সাহায্য করা।(শারহুস সুন্নাহ, আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৪২)।

৯. রাস্তার উপর না বসা।(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৪০)।

যানবাহনে আরোহণের আদব

১. 'বিসমিল্লাহ' বলে পরিবহণের উপর (ডান) পা রাখা।(বুখারী হা/১৬৮)।

২. আরোহণের সময় 'আল্লাহু আকবার' ও সীটে বসে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা।(বুখারী ও মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ, মিশকাত হা/৪৬৪০)।

৩. উপরে আরোহণের সময় 'আল্লাহু আকবার' ও নীচে অবতরণের সময় 'সুবহানাল্লাহ' বলা।(বুখারী ও মুসলিম,মিশকাত হা/২৩০৩)।

৪. পরিবহণ চলা শুরু করলে ভ্রমণের দো'আ পাঠ করা এবং গন্তব্য স্থলে পৌঁছে *'আ'ঊযু বিকালিমাতিল্লা-হিত তাম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব'* দো'আ পড়া।(সূরা যুখরুফ:১৩-১৪; মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২০)।

৫. রাস্তার ডান দিক দিয়ে চলা ও তার হক্ব আদায় করা।(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৪০)।

মসজিদের আদব

১. মসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা ও দো'আ পাঠ করা।(বুখারী হা/১৬৮)।

২. মসজিদে প্রবেশ করে সরাসরি না বসে দু'রাক'আত 'তাহিইয়াতুল মাসজিদ' নফল ছালাত আদায় করা *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৪)*।

৩. মসজিদে উঁচু স্বরে কথা না বলা বা শোরগোল না করা।

৪. আযানের পর ছালাত আদায় না করে মসজিদ থেকে বের না হওয়া।

৫. বের হওয়ার সময় দো'আ পড়া ও বাম দিয়ে বের হওয়া।(মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৩)।

মজলিসের আদব

১. মজলিসে প্রবেশের সময় সালাম দেওয়া।

২. মজলিস থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় সালাম দেওয়া।

৩. কাউকে উঠিয়ে দিয়ে তার স্থানে না বসা।

৪. ফাঁকা বা খালি স্থানে বসা।

৫. দু'জনের মাঝখানে না বসা।

৬. মজলিসে বসা অবস্থায় থুথু না ফেলা।

কথা বলার আদব

১. কথা বলার সময় স্পষ্ট করে বলা। যাতে সবাই বুঝতে পারে।

২. শ্রোতাদের বুঝানোর জন্য প্রয়োজনে কথা তিনবার বলা।

৩. কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে না বলা।

৪. প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা না বলা।

৫. সর্বদা সত্য কথা বলা এবং মিথ্যা ত্যাগ করা।

৬. হাসি-তামাশার সময়ও মিথ্যা না বলা।

৭. কথা বলার সময় অশ্লীল ভাষা না বলা বা গালি না করা।

সফরের আদব

১. একাকী সফর না করা। তিনজন সফরে বের হওয়া।

২. সফরের সময় ও ফিরে আসার সময় দো'আ পড়া।

৩. সফরসঙ্গীদের সহযোগিতা করা।

৪. উঁচু স্থানে চড়ার সময় 'আল্লাহু আকবার' ও নীচু স্থানে নামার সময় 'সুবহাল্লাহ' বলা।

৫. প্রয়োজন শেষ হলে যথাসম্ভব দ্রুত বাড়ি ফিরে আসা।

৬. সফর শেষে দিনের বেলা বাড়ি ফেরা।

৭. বাড়ি প্রবেশের পূর্বে নিকটবর্তী মসজিদে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা।

৮. মহিলাদের মাহরাম ব্যতীত সফর না করা।

লেনদেনের আদব

১. কারো নিকট থেকে কোন কিছু আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ডান হাত ব্যবহার করা।

২. কারো নিকট থেকে কোন কিছু গ্রহণের পর 'জাযাকুমুল্লাহু খায়রান' বলা।

৩. কাউকে কিছু দেওয়ার সময় ভদ্রতার সাথে দেওয়া।

৪. লেনদেনের সকল তথ্য লিখিত করা (বাক্বারাহ ২/০০০)।

দো'আ করার পদ্ধতি ও আদব

১. দু'হাতের তালু খোলা অবস্থায় একত্রিত করে চেহারা বরাবর সামনে রাখা।(আবু দাউদ, মিশকাত হা/২২৫৬)।

২. কাকুতি-মিনতি সহকারে ও গোপনে দো'আ করা।(সূরা আরাফ-৫৫)

৩. ভয় ও আকাঙ্খা সহকারে এবং অনুচ্চ শব্দে অথবা মধ্যম স্বরে একাগ্রচিত্তে দো'আ করা। (সূরা আরাফ-৫৬, ২০৫; সূরা যুমার ৫৩-৫৪; সূরা ইসরা-১১০)।

৪. শুরুতে আল্লাহ্র প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠের পর দো'আ করা।(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯৩০-৩১)।

৫. দো'আ শেষে মুখমন্ডলে হাত মাসাহ না করে স্বাভাবিকভাবে ছেড়ে দেয়া।(কারণ দো'আ শেষে মুখ মাসাহ করার হাদীছ যঈফ (আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৪৩-৪৫-২২৫৫)।

ছিয়ামের আদব

১. রামাযানের চাঁদ দেখে দো'আ পড়া ও মনে মনে ছিয়াম পালনের নিয়ত করা।(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪২৮)।

২. সাহারী খাওয়া। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮২)।

৩. সাহারী খেতে খেতে ফজরের আযান হলে প্রয়োজন পূর্ণ না করা পর্যন্ত পান পাত্র না রাখা।(আবু দাউদ, মিশকাত হা/১৯৮৮)।

৪. যাবতীয় অন্যায় ও অশ্লীল কাজ পরিহার করা।(সূরা নিসা: ৯২; মুজদালাহ: ৪; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯)।

৫. অধিক কুরআন তেলাওয়াত করা।(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯৮)।

৬. নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা।(আহমদ, মিশকাত হা/৬১)।

৭. সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫)।

৮. তারাবীহর ছালাত আদায় করা। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৮)।

৯. রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিতে ক্বদর রাত্রি লাভের জন্য চেষ্টা করা। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৮৬)।

ইফতারের আদব

১. সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা।(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫)।

২. 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান হাতে ইফতার খাওয়া।(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৫৯)।

৩. খেজুর অথবা পানি দ্বারা ইফতার শুরু করা।(আবু দাউদ হা/২৩৫৮)।

৪. ইফতার শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা।(মুসলিম, মিশকাত হা/৪২০০)।

***

আক্বীদা বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

১. প্রশ্ন : আল্লাহ কেন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর : তাঁর ইবাদত করা এবং কোন বস্তুকে তাঁর সাথে শরীক না করার জন্য।

কুরআন হ'তে দলীলঃ 'আমি মানব ও জিন জাতিকে শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫৬)।*

হাদীছ হ'তে দলীলঃ 'বান্দার উপর আল্লাহ্র হক হ'ল এই যে, তারা শুধু তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক স্থাপন করবে না' *(বুখারী, মুসলিম)।*

২. প্রশ্ন : কিভাবে আমরা আল্লাহ্র ইবাদত করব?

উত্তরঃ নিষ্ঠার সাথে যেভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন।

কুরআন : 'তাদেরকে নিষ্ঠার সাথে কেবল আল্লাহ্রই ইবাদত করার হুকুম দেয়া হয়েছিল' *(বাইয়্যেনাহ্ ৫)।*

হাদীছ : 'যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে যা আমাদের নির্দেশের (কুরআন-হাদীছের) বাইরে উহা পরিত্যাজ্য' *(মুসলিম)।*

৩. প্রশ্ন : আমরা কি আল্লাহ্র ইবাদত করব ভীতি ও আকাংখার সাথে?

উত্তর : হ্যাঁ, আমরা তাঁর ইবাদত করব ভীতি ও আকাংখার সাথে।

কুরআন : 'আর তাঁকে (আল্লাহকে) ডাক ভীতি ও আকাংখার সাথে অর্থাৎ জাহান্নামের ভয়ে ও জান্নাতের আশায়' *(আ'রাফ ৫৬)।*

হাদীছ : 'আল্লাহ্র নিকট জান্নাত চাই এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চাই' *(আবু দাউদ, সনদ ছহীহ)।*

৪. প্রশ্ন : ইবাদতের ক্ষেত্রে ইহ্সান কাকে বলে?

উত্তরঃ আল্লাহ্কে হাযের-নাযের জ্ঞান করা, যিনি আমাদের সর্বদা দেখেন ।

কুরআনঃ 'নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের উপর পর্যবেক্ষণশীল' *(নিসা ১)।* ''যিনি আপনাকে দেখেন, যখন আপনি রাত্রিতে ক্বিয়াম করেন' *(শূরা ২১৮)।*

হাদীছ : 'ইহ্সান হল এই যে, এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে দেখছেন' *(মুসলিম)।*

৫. প্রশ্ন : আল্লাহ্ কেন রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন?

উত্তর : আল্লাহ্র ইবাদতের দিকে মানুষকে আহবান এবং তাঁর অংশীদার স্থাপন না করার জন্য।

কুরআন : 'নিশ্চয় প্রত্যেক উম্মতের মাঝে রাসূল প্রেরণ করেছি এজন্য যে, তাঁরা আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং ত্বাগূত (গাইরুল্লাহ্) থেকে সংযত থাকবে' *(নাহ্ল ৩৬)।*

হাদীছ : নবীগণ (পরস্পরের) ভাই, তাঁদের দ্বীন এক অর্থাৎ প্রত্যেক রাসূলই তাওহীদের দিকে আহবান করে গেছেন *(বুখারী, মুসলিম)।*

৬. প্রশ্ন : তাওহীদুল ইলাহ কাকে বলে?

উত্তর : ইবাদত যথা দু'আ, নযর ও শাসনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র একত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

কুরআন : 'জেনে নাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই' *(মুহাম্মাদ ১৯)।*

হাদীছ : 'সর্বপ্রথম যে বিষয়ের দা'ওয়াত দিবে সেটা হ'ল, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই-এই সাক্ষী প্রদানের দিকে' *(বুখারী, মুসলিম)।*

৭. প্রশ্ন : 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' এর অর্থ কি?

উত্তর : আল্লাহ্ ব্যতীত সত্যিকার অর্থে কোন উপাস্য নেই।

কুরআন : 'উহা এজন্য যে, আল্লাহই প্রকৃত সত্য এবং তাঁকে ব্যতীত তাঁরা যাকে আহবান করে, তা বাতিল' *(লুক্বমান ৩০)*।

হাদীছ : 'যে ব্যক্তি 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' বলল এবং আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয় তাকে অস্বীকার করল, তার রক্ত ও সম্পদ হারাম' *(মুসলিম)*।

৮. প্রশ্ন : আল্লাহ্র গুণাবলীর তাওহীদ কাকে বলে?

উত্তর : যে সমস্ড় গুণ আল্লাহ নিজে কিংবা তাঁর রাসূল (ছাঃ) তাঁর জন্য সাব্যস্ড় করেছেন, উহা অনুরূপ ভাবে সাব্যস্ড় করণ।

কুরআন : 'কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ১১)*।

হাদীছ : 'আমাদের প্রতিপালক মহান আল্লাহ প্রতি রাত্রে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন' (তাঁর সেই অবতরণ তেমন যেমন তাঁর শানে প্রযোজ্য) *(বুখারী, মুসলিম)*।

৯. প্রশ্ন : মুসলিম ব্যক্তির জন্য তাওহীদ কোন্ উপকার বয়ে আনে?

উত্তরঃ দুনিয়ায় হেদায়াত ও আখিরাতে নিরাপত্তা বয়ে আনে।

কুরআন : 'যারা ঈমান আনার পর তাদের ঈমানকে শিরক মিশ্রিত করল না, তাদের জন্যই নিরাপত্তা আর তাঁরাই হেদায়াতপ্রাপ্ত' *(আন'আম ৮২)*।

হাদীছ : 'আল্লাহ্র উপর বান্দার হক্ব এই যে, তিনি ঐ বান্দাদের শাস্ড়ি দেবেন না, যারা তাঁর সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক সাব্যস্ড় করেনি' *(বুখারী, মুসলিম)*।

১০. প্রশ্ন : আল্লাহ কোথায়?

উত্তর : আল্লাহ আসমানে আরশের উপর সমাসীন।

কুরআন : 'রহমান আরশে সমাসীন' *(ত্বহা ৫)*।

হাদীছ : 'আল্লাহ এই কথা লিখেছেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধকে অতিক্রম করে গেছে। আর উহা লিখিত রয়েছে তাঁর নিকট, আরশের উপর' *(বুখারী)*।

১১. প্রশ্ন : আল্লাহ কি আমাদের সাথে স্বশরীরে রয়েছেন না-কি ইলমের মাধ্যমে?

উত্তর : আল্লাহ জ্ঞান ও দর্শনের মাধ্যমে আমাদের সাথে রয়েছেন, স্বশরীরে নয়।

কুরআন : 'তোমরা (দু'জন) ভয় করো না, নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি, শ্রবণ করব এবং দেখব (হেফাযত, সাহায্য ও সমর্থনের মাধ্যমে সঙ্গে থাকব)' *(ত্বহা ৪৬)*।

হাদীছ : 'অবশ্যই তোমরা ডাক অতি নিকটবর্তী শ্রবণকারীকে, যিনি তোমাদের সাথে রয়েছেন। তিনি তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে শুনছেন ও দেখছেন' *(মুসলিম)*।

১২. প্রশ্ন : সবচেয়ে বড় পাপ কি?

উত্তর : সবচেয়ে বড় পাপ হ'ল শিরক।

কুরআন : 'নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক স্থাপনের পাপ ক্ষমা করবেন না, কিন্তু উহা ব্যতীত অন্য পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন' *(নিসা ৪৮)*।

হাদীছ : 'আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন পাপ সবচেয়ে বড়? তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্র সমকক্ষ দাবী করা অথচ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন' *(মুসলিম)*।

১৩. প্রশ্ন : বড় শিরক কাকে বলে?

উত্তর : যে কোন ইবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর জন্য করা। যেমনঃ কবর, মাযার ও অলির নিকট দু'আ, নযর, সিজদা, কুরবানী, পশু জবাই, বিপদমুক্তি কামনা করা প্রভৃতি।

কুরআন : 'আপনি বলুন, আমি একমাত্র আমার প্রতিপালককেই আহবান করি আর তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করি না' *(জিন ২০)*।

হাদীছ : 'সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ হ'ল আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থাপন করা' *(বুখারী)*।

১৪. প্রশ্ন : 'বড় শিরক'-এর ক্ষতি কি?

উত্তর : 'বড় শিরক' জাহান্নামে চিরস্থায়ী হওয়ার কারণ।

কুরআন : 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থাপন করবে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। আর তার স্থান হবে জাহান্নাম' *(মায়েদা ৭২)*।

হাদীছ : 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কোন বস্তুকে শরীক স্থাপন করে মারা যাবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(মুসলিম)*।

১৫. প্রশ্ন : শিরক মিশ্রিত আমল কোন উপকারে আসবে কি?

উত্তর : শিরক মিশ্রিত কোন আমলই উপকারে আসবে না।

কুরআন : 'যদি তাঁরাও (নবীগণও) শিরক করেন, তবে তাঁদের আমলও নষ্ট হয়ে যাবে' *(আন'আম ৮৮)*।

হাদীছ : 'যে ব্যক্তি কোন আমল করল এবং উহাতে আমার সাথে আর কাউকে শরীক করল, আমি তাকে এবং তার শরীক উভয়কেই পরিত্যাগ করব' *(মুসলিম)*।

১৬. প্রশ্ন : মুসলমানদের ভিতরে শিরক আছে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, উহা ব্যাপকভাবে মুসলমানদের মাঝে বিদ্যমান।

কুরআন : 'তারা অধিকাংশই (প্রকৃতভাবে) আল্লাহ্র উপর ঈমান আনেনি; বরং তারা মুশরিক' *(ইউসুফ ১০৬)*।

হাদীছ : 'ততক্ষণ পর্যন্ড় কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ আমার উম্মতের অনেক গোত্র মুশরিকদের সঙ্গে মিলে না যায় এবং তাদের দ্বারা মূর্তিপূজা না হয়' *(আহমাদ, সনদ ছহীহ)*।

১৭. প্রশ্ন : আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট যেমন অলির নিকট প্রার্থনার বিধান কি?

উত্তর : আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা করা শিরক যা জাহান্নাম অনিবার্য করে দেয়।

কুরআন : 'আল্লাহ্র সাথে অন্য প্রভুকে প্রার্থনা করো না, নইলে শাস্ড়িপ্রাপ্তদের অন্ড়র্ভুক্ত হবে' *(শূরা ২১৩)*।

হাদীছ : 'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এমতাবস্থায় যে, সে আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে প্রার্থনা করত, সে জাহান্নামে প্রবেশ করল' *(বুখারী)*।

১৮. প্রশ্ন : দু'আ কি আল্লাহ্র ইবাদত?

উত্তর : হ্যাঁ, দু'আও আল্লাহ্র ইবাদত।

কুরআন : 'আর তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমার নিকট দু'আ কর, আমি কবুল করব' *(মুমিন ৬০)*।

হাদীছ : 'দু'আ করাও ইবাদত' *(তিরমিযী, হাসান-ছহীহ)*।

১৯. প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তিরা কি দু'আ শুনেন?

উত্তর : মৃত ব্যক্তিরা দু'আ শুনতে পারেন না।

কুরআন : 'নিশ্চয় আপনি মৃতকে কিছু শুনাতে পারবেন না' *(নামল ৮০)*। 'আর আপনি কবরবাসীকে শুনাতে সক্ষম নন' *(ফাত্বির ২২)*।

হাদীছ : 'যমীনে আল্লাহ্র কিছু ভ্রাম্যমাণ ফেরেশতা রয়েছেন, যাঁরা আমার নিকট আমার উম্মতের সালাম পৌঁছে থাকেন' *(আহমাদ, সনদ ছহীহ)*।

২০. প্রশ্ন : আমরা কি মৃত ব্যক্তি কিংবা (দূরে অবস্থানরত) অদৃশ্য অলির নিকট বিপদ মুক্তির জন্য সাহায্য চাইতে পারি?

উত্তর : না, তাদের নিকট সাহায্য কামনা করব না; বরং আল্লাহ্র নিকটই কেবল সাহায্য ভিক্ষা করব।

কুরআন : 'স্মরণ কর! যখন তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করছিলে আর আমি কবুলও করেছিলাম তোমাদের প্রার্থনা' *(আনফাল ৯)*।

হাদীছ : রাসূল (ছাঃ)-কে যখন কোন বিপদ ও চিন্ড়া আক্রান্ড় করত, তখন তিনি বলতেন, "ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ূমু বিরহমাতিকা আসতাগীছু" 'হে চিরঞ্জীব ও সর্বনিয়ন্ড়া! আপনার করুণার অসীলায় সাহায্য প্রার্থনা করছি' *(তিরমিযী, সনদ হাসান)*।

২১. প্রশ্ন : আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট সাহায্য চাওয়া কি জায়েয?

উত্তর : আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নিকট সাহায্য চাওয়া যাবে না।

কুরআন : 'আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য চাই' *(ফাতিহা ৫)*।

হাদীছ : 'যখন চাইবে, তখন আল্লাহ্র কাছেই চাইবে, যখন সাহায্য তলব করবে, তখন আল্লাহ্র নিকটই তলব করবে' *(তিরমিযী, সনদ হাসান-ছহীহ)*।

২২. প্রশ্ন : আমরা কি উপস্থিত জীবিত ব্যক্তির সাহায্য নিতে পারব?

উত্তর : হ্যাঁ, তবে শুধু ঐসব ব্যাপারে যেসব ব্যাপারে তারা সাহায্য করতে সক্ষম।

কুরআন : 'সৎকাজ ও আল্লাহ ভীতিতে একে অপরকে সহযোগিতা কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহযোগিতা করো না' *(মায়েদা ২)*।

হাদীছ : 'বান্দা যতক্ষণ তাঁর (দ্বীনী) ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে, আল্লাহও ততক্ষণ তাঁর সাহায্যে নিয়োজিত থাকেন' *(মুসলিম)*।

২৩. প্রশ্ন : আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে মানত করা যাবে কি?

উত্তর : আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নামে মানত করা যাবে না।

কুরআন : 'হে প্রভু! তোমার উদ্দেশ্যে নযর মানলাম আমার গর্ভস্থ সন্ড়ান। অতএব তুমি আমার এই নযর কবুল কর ' *(আলে ইমরান ৩৫)*।

হাদীছ : 'কেউ যদি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কোন ইবাদত করার নযর মানে, সে যেন তা পূরণ করে। আর যদি অবাদ্ধতামূলক কাজের নযর মানে, সে যেন উহা পূরণ না করে' *(বুখারী)*।

২৪. প্রশ্ন : আল্লাহ ব্যতীত আর কারো উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা যাবে কি?

উত্তর : না, তা জায়েয নয়। কেননা উহা বড় শিরক যার কারণে একজন মুমিন মুশরিক হয়ে যায়।

কুরআন : 'অতএব আপনার প্রভুর উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করুন ও কুরবানী করুন' (অর্থাৎ পশু জবাই করুন) *(কাউছার ২)*।

হাদীছ : 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে পশু জবাই করে, তার উপর আল্লাহ্র লা'নত বা অভিসম্পাত বর্ষিত হয়' *(মুসলিম)*।

২৫. প্রশ্ন : কবরে তওয়াফ করা জায়েয হবে কি?

উত্তর : কা'বা ছাড়া আর কোথাও তওয়াফ করা জায়েয নয়।

কুরআন : 'আর তারা যেন সম্মানিত ঘরের (কা'বার) তওয়াফ করে' *(হজ্জ ২৯)*।

হাদীছ : 'যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ্র সাত তওয়াফ পূর্ণ করবে এবং দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে, সে একটি দাস স্বাধীন করার ছওয়াব পাবে' *(ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ)*।

২৬. প্রশ্ন : কবর সামনে রেখে ছালাত জায়েয হবে কি?

উত্তর : কবর সামনে রেখে ছালাত জায়েয হবে না।

কুরআন : 'অতএব আপনার চেহারা মসজিদে হারামের (কা'বার) দিকে ফিরিয়ে দিন' *(বাক্বারাহ ১৪৪)*।

হাদীছ : 'খবরদার! কবরে বসো না এবং উহাকে সম্মুখে রেখে ছালাত পড়ো না' *(মুসলিম)*।

২৭. প্রশ্ন : জাদু চর্চার বিধান কি?

উত্তর : জাদু চর্চা করা কুফরী।

কুরআন : 'আর নিশ্চয় শয়তানেরা কাফির- যারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিয়ে থাকে' *(বাক্বারাহ ১০২)*।

হাদীছ : 'সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ থেকে বেঁচে থেকো, আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থাপন ও জাদু চর্চা.....'*(মুসলিম)*।

২৮. প্রশ্ন : আমরা কি গণক ও অদৃশ্যের খবর প্রদানকারীকে বিশ্বাস করতে পারি?

উত্তর : না, অদৃশ্যের (গায়েবের) খবর প্রদানের ক্ষেত্রে তাদেরকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না।

কুরআন হ'তে দলীল : 'আপনি বলুন, আসমান-যমীনে আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ গায়েব জানে না' *(নামল ৬৫)*।

হাদীছ হ'তে দলীল : 'যে ব্যক্তি অদৃশ্যের জ্ঞানের দাবিদার তার কাছে অথবা গণকের কাছে এল এবং সে যা বলল তা বিশ্বাসও করল, সে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর অবতারিত সমূদয় বস্তুই অস্বীকার করল' *(আহমাদ, সনদ ছহীহ)*।

২৯. প্রশ্ন : আল্লাহ ব্যতীত কেউ কি গায়েব জানে?

উত্তর : না, আল্লাহ ব্যতীত কেউ গায়েব জানে না।

কুরআন : 'আর তারই কাছে গায়েবের চাবিকাঠি, তিনি ব্যতীত আর কেউ তা জানে না' *(আন'আম ৫৯)*।

হাদীছ : 'আল্লাহ ব্যতীত কেউ গায়েব জানে না' *(ত্বাবারাণী, সনদ হাসান)*।

৩০. প্রশ্ন : মুসলমানগণ কিসের মাধ্যমে শাসন করবে?

উত্তর : কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে শাসন করা অপরিহার্য।

কুরআন : 'আর এদের মাঝে ঐ বস্তু দ্বারা ফয়সালা করুন যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন' *(মায়েদা ৫৯)*।

হাদীছ : 'আর আল্লাহ্ই হলেন ফয়সালা দানকারী এবং তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে' *(আবুদাঊদ, সনদ হাসান)*।

৩১. প্রশ্ন : ইসলাম পরিপন্থী নীতিমালা পালনের হুকুম কি?

উত্তর : যদি কেউ সেই নীতি পালনকে বৈধ মনে করে, তাহ'লে সেটা স্পষ্ট কুফরী।

কুরআন : 'যারা আল্লাহ কর্তৃক অবতারিত বিধান অনুযায়ী শাসন করে না তারা কাফের' *(মায়েদা ৪৪)*।

হাদীছ : 'যাদের শাসকবর্গ আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী শাসন করে না এবং মনগড়া বিধানকে আল্লাহ্র অবতারিত বিধানের চেয়ে শ্রেয় মনে করে, আল্লাহ তাদের পরস্পরের মাঝে কোন্দল সৃষ্টি করে দেন' *(ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান)*।

৩২. প্রশ্ন : আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম করা বৈধ আছে কি?

উত্তর : না, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম করা বৈধ নয়।

কুরআন : 'বলুন হ্যাঁ, আমার পালনকর্তার কসম! অবশ্যই তোমরা পুনরুত্থিত হবে' *(তাগাবুন ৭)*।

হাদীছ : 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নামে কসম করল, সে শিরক করল' *(মুসনাদে আহমাদ, সনদ ছহীহ)*।

৩৩. প্রশ্ন : রোগ মুক্তির লক্ষ্যে তা'বীয-কবজ, দানা প্রভৃতির ব্যবহার বৈধ আছে কি?

উত্তর : না, বৈধ নেই। কেননা তা শিরকের অন্তর্ভূক্ত।

কুরআন : 'আর যদি আল্লাহ আপনাকে কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই' *(আন'আম ১৭)*।

হাদীছ : 'যে ব্যক্তি তা'বীয ব্যবহার করল, সে শিরক করল' *(আহমাদ)*।

৩৪. প্রশ্ন : আমরা আল্লাহ্র নিকট কিসের অছীলা গ্রহণ করব?

উত্তর : আমরা আল্লাহ্র নাম, গুণাবলী ও সৎ আমলের অছীলা গ্রহণ করব।

কুরআন : 'আর আল্লাহ্র অনেক উত্তম নাম রয়েছে। সুতরাং সে নামের অছীলায় তাঁর নিকট দো'আ কর' *(আ'রাফ ১৮০)*।

হাদীছ : 'আমি প্রার্থনা করি আল্লাহ্র নিকট (হে আল্লাহ!) ঐ সকল নামের মাধ্যমে, যে গুলি আপনি নিজেই ধারণ করেছেন' *(আহমাদ, সনদ ছহীহ)*।

৩৫. প্রশ্ন : দো'আর জন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন আছে কি?

উত্তর : না, কোন মাধ্যমের প্রয়োজন নেই।

কুরআন : 'আর আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে। যখন তারা আমার নিকট

প্রার্থনা করে, তখন আমি তাদের প্রার্থনা কবুল করে থাকি' *(বাক্বারাহ ১৮৬)*।

হাদীছ : 'তোমরা প্রার্থনা করছ অধিক শ্রবনকারী, নিকটবর্তীর নিকট যিনি তোমাদের সাথেই রয়েছেন (জ্ঞান ও দেখা-শুনার মাধ্যমে; দৈহিকভাবে নয়)' *(মুসলিম)*।

৩৬. প্রশ্ন : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিসের মাধ্যমে রিসালাতের বিস্তার ঘটিয়েছেন?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রিসালাতের বিস্তার ঘটিয়েছেন তাবলীগ ও জিহাদের মাধ্যমে।

কুরআন : 'হে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! আপনার নিকট আপনার প্রভু কর্তৃক নাযিলকৃত বস্তু পৌঁছিয়ে দিন' *(মায়েদা ৬৭)*।

হাদীছ : 'হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি? তদুত্তরে ছাহাবাগণ বললেন, হ্যাঁ আমরা স্বাক্ষ্য প্রদান করছি, অবশ্যই আপনি রিসালাতের দায়িত্ব পৌঁছে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আল্লাহ! আপনি স্বাক্ষী থাকুন' *(মুসলিম)*।

৩৭. প্রশ্ন : আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শাফা'আত কার নিকট চাইব?

উত্তর : আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শাফা'আত চাইব একমাত্র আল্লাহ্র নিকট।

কুরআন : 'বলুন, সমস্ড় সুপারিশ কেবলমাত্র আল্লাহ্রই মালিকাধীন' *(যুমার ৪৪)*।

হাদীছ : 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাঁর (রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুপারিশ নছীব করুন)' *(তিরমিযী, সনদ হাসান)*।

৩৮. প্রশ্ন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে আমরা কিভাবে ভালবাসব?

উত্তর : আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ভালবাসা স্থাপন করব তাঁর আনুগত্য ও আদেশ-নিষেধ পালনের মাধ্যমে।

কুরআন : 'বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্র সাথে ভালবাসা স্থাপন করতে চাও, তাহ'লে আমার আনুগত্য কর। তিনি তোমাদেরকে ভালবাসবেন' *(আলে-ইমরান ৩১)*।

হাদীছ : 'তোমাদের কেউ পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ড় তার ছেলে-মেয়ে, পিতা-মাতা ও সকল মানুষ অপেক্ষা আমাকে অধিক ভাল না বাসবে' *(বুখারী)*।

৩৯. প্রশ্ন : আমরা কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রশংসায় অতিরঞ্জিত করব?

উত্তর : না, আমরা কখনও রাসূলূল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রশংসায় অতিরঞ্জিত করব না।

কুরআন : 'বলুন, আমি শুধুমাত্র তোমাদের মত একজন মানুষ, (পার্থক্য হল) আমার নিকট অহি আসে যে, তোমাদের উপাস্য শুধুমাত্র একজন' *(আল-কাহ্ফ ১১০)*।

হাদীছ : 'তোমরা আমরা প্রশংসায় সীমালংঘন করো না। কেননা আমিতো আল্লাহ্র বান্দা। সুতরাং তোমরা আমাকে তাঁর বান্দা ও রাসূল বল' *(বুখারী)*।

৪০. প্রশ্ন : সর্বপ্রথম কোন বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে?

উত্তর : মানুষের মধ্যে আদম (আঃ)-কে (নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নয়) এবং বস্তু জগতের মধ্যে সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করা হয়েছে।

কুরআন : 'যখন আপনার প্রভু ফেরেশতাদের বললেন, আমি মৃত্তিকা হ'তে মানুষ সৃষ্টি কবর' *(ছোয়াদ ৭১)*।

হাদীছ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ বিশ্বে সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন (আমাকে নয়) *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, হাসান ছহীহ)*।

৪১. প্রশ্ন : আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)-কে কোন বস্তু দিয়ে সৃষ্টি করেছন?

উত্তর : আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)-কে 'নুত্বফাহ' তথা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছন মানুষের ন্যায়; নূর থেকে নয়।

কুরআন : 'তিনি সে মহান সত্তা যিনি তোমাদেরকে প্রথমে মাটি ও পরে বীর্য হতে সৃষ্টি করেছেন' *(মুমিন ৬৭)*।

হাদীছ : 'তোমাদের সকলকেই সৃষ্টির জন্য মাতৃগর্ভে প্রথমে চল্লিশ দিন বীর্য অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়' *(বুখারী, মুসলিম)*।

৪২. প্রশ্ন : আল্লাহ্র রাহে জিহাদের হুকুম কি?

উত্তর : জিহাদ ফরয মাল দ্বারা, বক্তব্য দ্বারা ও জীবন দ্বারা।

কুরআন : 'তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জাম নিয়ে এবং জিহাদ কর আল্লাহ্র রাহে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে' *(তওবাহ ৪১)*।

হাদীছ : 'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জান, মাল ও কথার মাধ্যমে জিহাদ কর' *(আবুদঊদ, সনদ ছহীহ)*।

৪৩. প্রশ্ন : মুমিনের সাথে বন্ধুত্ব বা সম্পর্ক কিরূপ হবে?

উত্তর : তাওহীদপন্থী মুমিনদেরকে ভালবাসতে হবে এবং সার্বিকভাবে সহযোগিতা করতে হবে।

কুরআন : 'মুমিন নর-নারী এক-অপরের বন্ধু' *(তওবাহ ৭১)*।

হাদীছ : 'এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য মযবুত গাঁথুনীর অট্টালিকা স্বরূপ যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে থাকে' *(মুসলিম)*।

৪৪. প্রশ্ন : কাফেরদের সহযোগিতা করা ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা বৈধ হবে কি?

উত্তর : না, কাফেরদের কোন প্রকার সহযোগিতা করা ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা মোটেই বৈধ নয়।

কুরআন : 'তোমাদের (মুমিনদের) মধ্যে যে তাদের (কাফেরদের) সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে, সে তাদেরই (কাফরদের) অন্তর্ভুক্ত' *(মায়েদা ৫৯)*।

হাদীছ : 'অমুক ব্যক্তির বংশধর আমার বন্ধু নয়। কেননা তারা কাফের' *(বুখারী, মুসলিম)*।

৪৫. প্রশ্ন : অলী কে?

উত্তর : সকল পরহেযগার মুমিনই আল্লাহ্র অলী।

কুরআন : 'জেনে রাখ! আল্লাহ্র অলীদের কোন চিন্তা নেই। (আর তাঁরাই অলী) যারা ঈমান এনেছেন এবং আল্লাহ-কে ভয় করে চলেন' *(ইউনুস ৬২)*।

হাদীছ : 'আমার অলী (বন্ধু) শুধু আল্লাহ এবং মুমিনদের মধ্যে সৎকর্মশীলগণ' *(বুখারী, মুসলিম)*।

৪৬. প্রশ্ন : আল্লাহ কেন কুরআন অবতীর্ণ করেছেন?

উত্তর : আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আমল করার জন্য।

কুরআন : 'তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার অনুসরণ কর আর আল্লাহ-কে ছেড়ে অন্য অলীদের অনুসরণ করো না' *(আ'রাফ ৩)*।

হাদীছ : 'তোমরা কুরআন পড় ও তদনুযায়ী আমল কর। এর মাধ্যমে শুধু পেট পূরণ করো না ও সম্পদের প্রাচুর্যতা ঘটায়ো না' *(আহমাদ, সনদ হাসান)*।

৪৭. প্রশ্ন : আমরা কি হাদীছ ছেড়ে শুধু কুরআনকে যথেষ্ট মনে করতে পারি?

উত্তর : না, আমরা হাদীছ ছেড়ে শুধু কুরআনকে যথেষ্ট মনে করতে পারি না।

কুরআন : 'আমি আপনার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি লোকদের সামনে বিস্তারিতভাবে সেটা বর্ণনা করে দেন, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে' *(নাহল ৪৪)*।

হাদীছ : 'জেনে রাখ! আমি প্রাপ্ত হয়েছি কুরআন ও তার সাথে অনুরূপ আরেকটি বস্তু তথা হাদীছ' *(আবুদাউদ, সনদ ছহীহ)*।

৪৮. প্রশ্ন : আমরা কি কোন কথাকে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর কথার উপর অগ্রাধিকার দিতে পারি?

উত্তর : না, আমরা কোন কথাকে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর কথার উপর অগ্রাধিকার দিতে পারি না।

কুরআন : 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না ' *(হুজুরাত ১)*।

হাদীছ : 'আল্লাহ্র অবাধ্যতায় কারো আনুগত্য চলবে না, শুধুমাত্র সৎকাজে আনুগত্য চলবে' *(বুখারী, মুসলিম)*।

৪৯. প্রশ্ন : আমরা মতবিরোধের ক্ষেত্রে কি পদক্ষেপ নেব?

উত্তর : আমরা প্রত্যাবর্তন করব কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র দিকে।

কুরআন : 'যখন তোমরা কোন বিষয়ে মতানৈক্য করবে, তখন তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও' *(নিসা ৫৯)*।

হাদীছ : 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। এ দু'টিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে কস্মিনকালেও পথ ভ্রষ্ট হবে না। একটি কুরআন অপরটি হাদীছ' *(মুয়াত্ত্বা মালেক, সনদ ছহীহ)*।

৫০. প্রশ্ন : ধর্মে বিদ'আত কাকে বলে?

উত্তর : 'যে আমলের স্বপক্ষে শরঈ কোন দলীল নেই, তা-ই বিদ'আত।

কুরআন : 'তাদের কি এমন শরীক আছে, যারা তাদের জন্য সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি' *(শূরা ২১)*।

হাদীছ : 'যে কেউ এ ধর্মে নতুন কিছু আবিষ্কার করবে যা তার (ধর্মের) অন্তর্ভুক্ত নয় তা পরিত্যাজ্য' *(বুখারী, মুসলিম)*।

৫১. প্রশ্ন : ধর্মে কি বিদ'আতে হাসানাহ আছে?

উত্তর : না, ধর্মে বিদ'আতে হাসানাহ্র কোন অবকাশ নেই।

কুরআন : 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নে'মত সমূহ পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে ধর্মরূপে পছন্দ করলাম' *(মায়েদা ৪)*।

হাদীছ : 'তোমরা নবাবিষ্কৃত বস্তু থেকে বিরত থাক। কেননা প্রত্যেক নবাবিষ্কৃত বস্তুই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্ট' *(আবুদঊদ, সনদ ছহীহ)*।

৫২. প্রশ্ন : ইসলামে কি সুন্নাতে হাসানাহ্ স্বীকৃত আছে?

উত্তর : হ্যাঁ, স্বীকৃত আছে। যেমন কোন কল্যাণমূলক কাজের উদ্বোধনকারী, যার অনুসরণ করা হয়।

কুরআন : 'আমাদেরকে মুত্তাক্বীদের (আল্লাহভীরুদের) জন্য আদর্শ করে দিন' (অর্থাৎ উত্তম কাজের জন্য অনুসরণযোগ্য করে দিন) *(ফুরক্বান ৭৪)*।

হাদীছ : 'যে ব্যক্তি ইসলামে একটি সুন্নাত চালু (উদ্বোধন) করল, সে তার প্রতিদান পাবে এবং ওদেরও প্রতিদানের অংশীদার হবে, যারা পরবর্তীতে তার উপর আমল করবে তথা তা অনুসরণ করবে' *(মুসলিম)*।

৫৩. প্রশ্ন : মানুষ কি শুধু তার নিজকে সংশোধন করলেই যথেষ্ট হবে?

উত্তর : না, বরং নিজকে সংশোধন করার সাথে সাথে পরিবার-পরিজনকেও সংশোধন করতে হবে।

কুরআন : 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর' *(তাহরীম ৬)*।

হাদীছ : 'নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক অবিভাবককে জিজ্ঞেস করবেন তাঁর অবিভাবকত্ব সম্পর্কে, সে কি পূর্ণরূপে তা সংরক্ষণ করেছিল না-কি বিনষ্ট করেছিল' *(নাসাঈ, সনদ হাসান)*।

৫৪. প্রশ্ন : মুসলমানগণ কখন আল্লাহ্র সাহায্য পেয়ে থাকেন?

উত্তর : যখন তারা আল্লাহ্র কিতাব ও নবী (ছাঃ)-এর সুন্নাত দৃঢ়ভাবে ধারণ করে তদনুযায়ী আমল করবে।

কুরআন : 'হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর তথা তার বিধান মেনে চল, তাহ'লে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পথযুগল দৃঢ় করবেন' *(মুহাম্মাদ ৭)*।

হাদীছ : ‘আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে’ *(ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ)*।

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–

সমাপ্ত